জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৩

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শব্দ সংক্ষেপ

AWD= Alternate Wetting and Drying
BAT = Best Available Technologies
BADC = Bangladesh Agricultural Development Corporation
BCIC= Bangladesh Chemical Industries Corporation
BSCIC= Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation
BCSIR=Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research
BOGMC = Bangladesh Oil Gas and Minerals Corporation
BRTA= Bangladesh Road Transport Authority
BSTI= Bangladesh Standards and Testing Institution
BIWTA= Bangladesh Inland Water Transport Authority
BIWTC= Bangladesh Inland Water Transport Corporation
CMP = Conservation Management Plan
CDM= Clean Development Mechanism
CETP= Central Effluent Treatment Plant
3R = Reduce, Reuse and Recycle
DRAS= Drought Assessment
DAP= Detailed Area Plan
DSS = Decision Support System
ECA= Ecologically Critical Area
GMO= Genetically Modified Organism
GIS = Geographic Information System
IWRM = Integrated Water Resources Management
LMO= Living Modified Organism
NIPSOM= National Institute of Preventive and Social Medicine
PPP = Public Private Partnership
PA= Protected Area
SPARRSO= Bangladesh Space Research and Remote Sensing Organization
SLM = Sustainable Land Management
UNFCCC= United Nations Framework Convention on Climate Change
WARPO = Water Resources Planning Organization

জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১২

১.০ প্রস্তাবনা ও প্রেক্ষিত

সুস্থ জীবনের জন্য সুস্থ পরিবেশ একান্ত অপরিহার্য। মানুষ সুস্থ জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রকৃতি ও পরিবেশ থেকে গ্রহণ করিয়া থাকে। প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার উপর প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের অস্তিত্ব ও মানবজাতির উন্নয়ন নির্ভরশীল। এই পৃথিবীর সকল উপাদান (জীব ও জড়) বিশ্বপরিবেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। পরিবেশের কোন উপাদান/অংশের পরিবর্তন বা অবক্ষয়ের প্রভাব অন্যান্য উপাদানের উপর পড়ে। সাম্প্রতিককালে প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্রমাবনতি সকল প্রকার প্রাণের অস্তিত্ব এবং মানব সভ্যতার উন্নয়নে একটি মারাত্মক সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত মান উন্নয়নে বিভিন্ন আর্থসামাজিক সমস্যা যেমন-জনসংখ্যার আধিক্য, দারিদ্র, নিরক্ষরতা, অপ্রতুল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, গণসচেতনতার অভাব, ভূমির অপরিকল্পিত ব্যবহার, নগরায়ন, শিল্পায়ন ও অবকাঠামো নির্মাণ ইত্যাদি প্রতিবন্ধকতা হিসাবে দেখা দিয়াছে। পরিবেশ উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমের সঙ্গে এইগুলিকে সামগ্রিক এবং সমন্বিতভাবে সমাধান করা প্রয়োজন। প্রতিবেশ (ecosystem) থেকে অন্ন, বস্ত্র, ঔষধ, বাসস্থানসহ মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ হয়। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনার উপর চাপও ক্রমাগত বাড়িতেছে।

বাংলাদেশে উপর্যুপরি বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ, উত্তরাঞ্চলে মরুময়তার প্রাথমিক লক্ষণাদি, নদ-নদীতে লবণাক্ততার বিস্তার, ভূমিক্ষয়, বনাঞ্চল দ্রুত হ্রাস, জলবায়ুর পরিবর্তন, আবহাওয়ার অনিশ্চয়তা (unpredictability) ও অন্যান্য পরিবেশগত সমস্যা বিদ্যমান। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দেশের কৃষি, পানি সম্পদ, স্বাস্থ্য, জীববৈচিত্র্য, অবকাঠামো ইত্যাদির উপর বিরূপ প্রভাব পড়িতেছে যাহা ভবিষ্যতে ব্যাপক আকার ধারণ করিতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হইবে দেশের উপকূলীয় এলাকা। এই সকল ক্ষতি মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক বিভিন্ন কনভেনসন, প্রোটোকল ও ট্রিটি (সংলগ্নী ১) স্বাক্ষরের পাশাপাশি ফলোআপ কার্যক্রম হিসাবে বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা, কর্মকৌশল (সংলগ্নী ২) প্রণয়ন করা হইয়াছে এবং বাস্তবায়ন করা হইতেছে।

বাংলাদেশে পরিবেশ বিপর্যয় এবং এর নানাবিধ বিরূপ প্রভাবের প্রেক্ষাপটে সরকার পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। এই লক্ষ্যে জাতীয় কৃষি নীতি, জাতীয় পানি নীতি, ভূমি ব্যবহার নীতি, বন নীতি, শিল্প নীতি, অন্যান্য জাতীয় নীতিতে এবং জাতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (রূপকল্প ২০২১), জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশল, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ইত্যাদিতে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয় গুরুত্ব সহকারে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ইহাছাড়া ১৯৯২ সালে পরিবেশনীতি প্রণীত হইবার পর পরিবেশের উপর আইন ও একাধিক বিধিমালা (সংলগ্নী ৩) জারী করা হইয়াছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের বিষয়টি রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলনীতি হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। এই লক্ষ্যে সন্নিবেশিত অনুচ্ছেদ ১৮ক-এ বলা হইয়াছে যে, "রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যত নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন"।

বর্ণিত প্রেক্ষাপটে পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার মনে করে যে–

১. বাংলাদেশের অবস্থান, পরিবেশের অবক্ষয় ও ক্রমাবনতি এবং সম্পদ ব্যবহারে লাগসই প্রযুক্তি, টেকসই ব্যবস্থাপনার অভাব একটি সমন্বিত ও অগ্রাধিকার ভিত্তিক পরিবেশ নীতি হালনাগাদকরণের বিষয়টিকে অপরিহার্য করিয়া তুলিয়াছে।

২. পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে জাতীয় সকল সম্পদের পরিকল্পিত এবং টেকসই ব্যবহারে সর্বস্তরের বিশেষ করে প্রাকৃতিক প্রতিবেশের উপর জীবিকা নির্ভরশীল এমন জনগণকে সম্পৃক্ত করা আবশ্যক।

৩. দেশের উন্নয়ন কার্যক্রমে, পরিবেশ সংরক্ষণ ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে দুর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তন যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলিতেছে তাহা দূরীকরণের লক্ষ্যে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ, পরিবেশ সংরক্ষণ ও সম্পদ

ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু অভিযোজন কার্যক্রমকে অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

৪. আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে পরিবেশ দূষণ ও অবক্ষয়ের সহিত বাংলাদেশের প্রকৃতি, পরিবেশ ও সম্পদের ভিত্তি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত বিধায় স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে দেশ তথা বিশ্বব্যাপী পরিবেশ উন্নয়ন ও সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা আবশ্যক।

৫. পরিবেশ নীতি ১৯৯২ সালে প্রণীত হওয়ার পর পরিবেশ ও প্রতিবেশ অবক্ষয়ের ধরন পরিবর্তিত হইয়াছে, পরিবেশ ও প্রতিবেশের টেকসই সংরক্ষণ ও উন্নয়ন আবশ্যক এবং সর্বোপরি জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণের মূলধারায় আনিবার লক্ষ্যে পরিবেশ নীতি ১৯৯২ সংশোধন করা প্রয়োজন।

পরিবেশ বিপর্যয়, নানাবিধ দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সীমাবদ্ধতার নিরীক্ষে ঈপ্সিত টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে এবং সংবিধানের মৌলনীতি হিসাবে গৃহীত পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের বিষয়টি জাতীয় নীতিসমূহে প্রতিফলন করিবার মাধ্যমে পরিবেশকে উন্নয়নের মূল ধারায় আনিবার জন্য পরিবেশ নীতি ১৯৯২ সংশোধন ও পরিমার্জন করিয়া জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৩ গ্রহণ করা হইল। এই নীতি পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সমন্বিত নীতি হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং অন্যান্য জাতীয় নীতিসমূহে বিধৃত পরিবেশ বিষয়ক কর্মকাণ্ডকে সমন্বয় করিবে।

জাতীয় পরিবেশ নীতির মূল বিবেচ্য বিষয়াদি নিম্নরূপ

১. প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উপর মানুষের চাপ কমাইয়া আনিয়া টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা

২. বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের চাহিদা পূরণ করিবার লক্ষ্যে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কার্যক্রমে পরিবেশ সুরক্ষা অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গণ্য করা

৩. প্রাকৃতিক সম্পদের আহরণ, ব্যবহার এবং পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদি বিজ্ঞান ভিত্তিক করা

৪. প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ, ব্যবহার ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিবেশগত প্রভাব ও ঝুঁকির বিষয়টি বিবেচনায় আনা

৫. জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় প্রাকৃতিক সম্পদের অর্থনৈতিক অবদান মূল্যায়নের পাশাপাশি প্রতিবেশ সেবার (ecosystem services) মূল্যায়ন করা

৬. প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার এবং প্রতিবেশ সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে ইহাদের উপর নির্ভরশীল স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অধিগম্যতা (accessibility), অধিকার ও ন্যায্যতা এবং সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণ ও সাম্যতা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে দরিদ্র, অনগ্রসর সম্প্রদায়ের অধিকারকে অগ্রাধিকার প্রদান করা

৭. সকল উৎপাদন প্রক্রিয়ায় এবং দৈনন্দিন কার্যক্রমে পানি, প্রাকৃতিক গ্যাস ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিত করা ও অপচয় রোধ করিবার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা

৮. নবায়নযোগ্যসহ সকল সম্পদের টেকসই ব্যবহারকে উৎসাহিত করা

৯. জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদে দারিদ্র বিমোচন এবং খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার করা

১০. দূষণকারী কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদান নীতি (Polluter's Pay Principle) প্রয়োগ করিয়া পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করা

১১. সকল জাতীয় নীতিতে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা এবং সরকারি ও বেসরকারি সকল পর্যায়ে পরিবেশ নীতি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা

১২. পরিবেশ সুরক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার (Curative measures) চাইতে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা (Preventive measures)-কে অগ্রাধিকার প্রদান করা

১৩. জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে অভিযোজন (Adaptation) এবং প্রশমন (Mitigation) কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা

১৪. প্রতিবেশ হইতে প্রাপ্ত পণ্য এবং সেবার (Ecosystem goods and services) টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা

১৫. সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বল্প ব্যবহার, পুনর্ব্যবহার ও পুনর্চক্রায়ন নীতি (3R Principle: Reduce, Reuse and Recycle) বাস্তবায়ন করা

১৬. পরিবেশ নীতি, পরিবেশ সংরক্ষণের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল আইন প্রয়োগ ও বিধিমালা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের (সরকারি, স্থানীয়, বেসরকারি ও কারিগরি) প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত সক্ষমতা বৃদ্ধি করা

১৭. দেশের সকল প্রকার অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবসহ সকল প্রকার দুর্যোগ মোকাবেলার বিষয়টি নিশ্চিত করা

২.০ উদ্দেশ্য

জাতীয় পরিবেশ নীতির উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ

২.১ পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিধান ও সার্বিক উন্নয়ন

২.২ দেশে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা

২.৩ পরিবেশের সকল প্রকার দূষণ ও অবক্ষয়মূলক কর্মকাণ্ড শনাক্তকরণ ও নিয়ন্ত্রণ

২.৪ সকল ক্ষেত্রে পরিবেশ সম্মত উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ

২.৫ জাতীয় সকল প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই, দীর্ঘমেয়াদী ও পরিবেশ সম্মত ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধান

২.৬ পরিবেশ সংরক্ষণে জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে গণসচেতনতা সৃষ্টি করাকে প্রাধান্য দেওয়া

২.৭ পরিবেশ উন্নয়নে সরকার ও ব্যক্তিগত উদ্যোগের অংশীদারিত্ব (Public private partnership) গড়িয়া তোলা

২.৮ বিশ্ব পরিবেশ উন্নয়নে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র উন্মোচন ও সম্প্রসারণ

২.৯ টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে পরিবেশ নীতি ও কৌশলকে অন্যান্য সকল নীতি কৌশলসমূহের মধ্যে মূলধারায় (Mainstreaming) আনা ও সুসমন্বিত করা

২.১০ জলবায়ু পরিবর্তনসহ সকল প্রকার পরিবেশ ও প্রতিবেশগত সমস্যা মোকাবেলায় সক্ষম জনগোষ্ঠী গড়িয়া তোলা

২.১১ প্রয়োজনীয় সকলক্ষেত্রে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ নিশ্চিত করা

২.১২ বিদেশী/অস্থানীয় (allien ও invasive) জাতের প্রাণি-উদ্ভিদের অনুপ্রবেশ নিরুৎসাহিত করা, প্রয়োজনে যথেষ্ট গবেষণার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা

৩.০ পরিবেশ নীতি

পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশের উপাদানসমূহের সুষ্ঠু ব্যবহার দেশের সকল অঞ্চল এবং উন্নয়ন খাতে বিস্তৃত। তাই পরিবেশ ব্যবস্থানায় সার্বিক লক্ষ্যসমূহ অর্জনের উদ্দেশ্যে ক্ষেত্র ভিত্তিক পরিবেশ নীতি নিম্নে বর্ণিত হইলঃ

৩.১ ভূমি ঃ

অপরিকল্পিত ব্যবহার ভূমি অবক্ষয়ের প্রধান কারণ। ভূমি পরিবেশের অন্যতম উপাদান বিধায় ইহার টেকসই ব্যবহার পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখিবে। কৃষিজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা (Sustainable Land Management-SLM) নিশ্চিত করিতে হইবে। টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনায় এই নীতি হইবে নিম্নরূপঃ

৩.১.১ ভূমি ব্যবহার ও উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ, নীতি প্রণয়নসহ সকল ক্ষেত্রে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

৩.১.২ ভারসাম্যমূলক পরিবেশসম্মত জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন ও দ্রুত বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

৩.১.৩ ভূমিক্ষয় রোধ, উর্বরতা সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি, ভূমি পুনরুদ্ধার ও নূতন জাগিয়া উঠা ভূমি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদার করিতে হইবে।

৩.১.৪ প্রতিবেশ (ecosystem) ও প্রতিবেশ-অঞ্চল (ecoregion) ভিত্তিক ল্যান্ড জোনিং (land zoning) প্রবর্তন করিতে হইবে।

৩.১.৫ দেশের বিভিন্ন প্রতিবেশের (ecosystem) সহিত সঙ্গতিপূর্ণ ভূমি ব্যবহার পদ্ধতি প্রবর্তনে উৎসাহ প্রদান করিতে হইবে।

৩.১.৬ জমির লবণাক্ততার প্রভাব রোধ করিবার জন্য ব্যবস্থাপনা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

৩.১.৭ ভূমির অবক্ষয় ও মরুময়তা রোধ করিবার জন্য বনায়ন ও ওয়াটারসেড (watershed) ব্যবস্থাপনা কৌশলসহ বিষয়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

৩.১.৮ নদীর তীরক্ষয় ও ভূমিধ্বস রোধ করিবার জন্য নদী ও অন্যান্য জলাশয়ের তীর বনায়নের আওতায় আনিতে হইবে। স্থানীয় প্রজাতি ব্যবহার করিয়া সবুজায়ন জোরদার (expansion of green cover) করিতে হইবে।

৩.১.৯ পাহাড়কাটা রোধ করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পাহাড়ি প্রতিবেশ অক্ষুণ্ন রাখিয়া পাহাড়ি এলাকায় উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

৩.১.১০ সরকারি সম্পদ (common property) যেমনঃ নদী-নালা, খালবিল, হাওর-বাওড়, জলাশয়, জলাভূমি, পুকুর, ইত্যাদি খাস সম্পদ চিহ্নিত করিয়া সংরক্ষণ করিতে হইবে অর্থাৎ ইহাদের শ্রেণি পরিবর্তন করা যাইবে না। পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণের আলোকে সরকারি সম্পদ ব্যবস্থাপনা করিবার জন্য Common Property Act প্রণয়ন করিতে হইবে।

৩.২ পানি সম্পদ

মানুষের জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ উৎপাদনের সকল পর্যায়ে পানির ব্যবহার রহিয়াছে। কাজেই পানি-নিরাপত্তা (water security) বিধান করা একান্ত প্রয়োজন। পানির সহজলভ্যতার পাশাপাশি গুণগতমান অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় (Integrated Water Resources Management) এই নীতি হইবে নিম্নরূপঃ

৩.২.১ দেশের সকল পানি সম্পদের পরিবেশসম্মত ব্যবহার নিশ্চিত এবং বর্ষায় প্রাপ্ত পানি সম্পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.২.২ উজানের অববাহিকা (Catchment) হইতে ব্যাপকভাবে পানির প্রাপ্যতা হ্রাস পাওয়ার যে আশঙ্কা রহিয়াছে তাহা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ এবং উহা বিবেচনায় আনিয়া পানি পরিকল্পনা পুনর্গঠন ও বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

৩.২.৩ বাংলাদেশের মানুষের জীবন-জীবিকা, পরিবেশ ও প্রতিবেশ, জীববৈচিত্র্য, নদ-নদীসমূহের Hydro-morphology, নাব্যতা ইত্যাদি অনেকাংশে দেশের বাহির হইতে প্রবাহিত অর্ধশতাধিক আন্তর্জাতিক নদ-নদীর প্রবাহের উপর নির্ভরশীল বিধায় এই সকল নদ-নদীর প্রবাহের ন্যায্য হিস্যা লাভের জন্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্যকর আলোচনা (Regional and international negotiation) চালাইতে হইবে এবং ন্যায্য হিস্যা আদায় করিতে হইবে।

৩.২.৪ পানি সম্পদ উন্নয়নকল্পে গৃহীত ব্যবস্থাদি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পসমূহ ইতোমধ্যে পরিবেশে কোন প্রকার বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে কিনা উহার কারিগরি বিষয়াদি যাচাইপূর্বক উক্ত ব্যবস্থাদির পুনর্মূল্যায়ন ও প্রয়োজনমত তাহা পরিবেশবান্ধব করিতে হইবে।

৩.২.৫ বন্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বাঁধ নির্মাণ, নদ-নদী, খাল-বিল বা জলাশয় প্রভৃতি ক্ষেত্রে গৃহীত ব্যবস্থাদি যাহাতে স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে পরিবেশ সম্মত হয় তাহার নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে।

৩.২.৬ পানি সম্পদের ব্যবহার ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে গৃহীত ব্যবস্থাদির পরিবেশগত বিরূপ প্রতিক্রিয়া দূরীকরণ, পরিবেশগত প্রবাহ (Environmental flow) বজায় রাখা এবং জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর উপর বিরূপ প্রভাব নিরসন করিতে হইবে।

৩.২.৭ দেশের হাওর-বাওড়, খাল-বিল, নদ-নদী প্রভৃতি জলাশয় ও পানি সম্পদকে দূষণমুক্ত রাখিতে হইবে।

৩.২.৮ পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ করিবার আগে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ করিতে হইবে।

৩.২.৯ সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (Integrated Water Resource Management - IWRM) নীতি অবলম্বন করিতে হইবে। জলাভূমি সংরক্ষণ ও যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে সকল সুবিধাভোগীর

(stakeholder) অন্তর্ভুক্তি বিশেষ করিয়া স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে পানি সম্পদের পরিবেশ সম্মত ব্যবহার এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.২.১০ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ভূগর্ভস্থ পানির সহজলভ্যতা সংক্রান্ত ম্যাপ তৈরি এবং সর্বক্ষেত্রে দক্ষ পানি-ব্যবহার (Efficient Water Management) পদ্ধতির প্রবর্তন করিতে হইবে। পানির সহজলভ্যতা বাড়াইতে নদ-নদী, জলাশয় ও খাল খনন/সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে। তবে খাল খনন ও সংস্কারের ফলে শুষ্ক মৌসুমে পানি নিষ্কাশিত হইয়া যাহাতে বিল/জলাশয় শুকাইয়া না যায় সেই ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

৩.২.১১ প্রচার প্রচারণার মাধ্যমে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহার পদ্ধতি প্রচলন এবং এই বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.২.১২ কৃত্রিম ও প্রাকৃতিক উপায়ে ভূগর্ভস্থ পানি পুনঃভরণ/পুনসঞ্চয়ন (Ground water recharge) বৃদ্ধি করিতে হইবে। সকল প্রকার নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া শহর এলাকায় যেইখানে ভূ-গর্ভস্থ পানির উচ্চতা দ্রুত নিচে নামিয়া যাইতেছে বা তাহার আশঙ্কা রহিয়াছে সেই সকল এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানি পুনঃভরণের/পুনসঞ্চয়নের (Ground water recharge) ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং ইহা কঠোরভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে।

৩.২.১৩ ভূ-গর্ভস্থ পানির বার্ষিক পুনসঞ্চায়ন (annual recharge) ও ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরের ধারণ ক্ষমতার (aquifer capacity) উপর ভিত্তি করিয়া বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং বাণিজ্যিক স্থাপনায় ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার কৌশল নির্ধারণ করিতে হইবে। প্রতি ইউনিট পানি ব্যবহারের বিপরীতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পানি নিরীক্ষা ও মূল্য নির্ধারণ (water audit and pricing) বাধ্যতামূলক করিতে হইবে।

৩.২.১৪ কৃষি উৎপাদন, শিল্পোৎপাদন ও অন্যান্য কাজে ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার যথাসম্ভব কমাইয়া ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বাড়াইতে হইবে।

৩.২.১৫ সেচের পানি সাশ্রয়ের জন্য ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা তৈরি ও অন্যান্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করিতে হইবে।

৩.২.১৬ নদীভাঙ্গন রোধ (River erosion control) ও অকাল বন্যা রোধকল্পে watershed এলাকায় ব্যাপক বনায়ন করিতে হইবে।

৩.২.১৭ দেশের **সকল** জলাভূমির তথ্যভাণ্ডার তৈরি এবং জলাভূমিগুলির অবক্ষয়রোধ ও সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৩.২.১৮ বহুপাক্ষিক অংশীদারিত্ব, স্থানীয় জনসাধারণ এবং উদ্যোক্তার অংশগ্রহণে প্রতিবেশবান্ধব পর্যটন (Ecotourism) কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

৩.২.১৯ কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জলাভূমির পরিবেশগত সেবার আর্থিকমান (Environmental scervices এর economic value) কমে যাওয়ার আশঙ্কা থাকিলে প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের সহিত বিস্তারিত Benefit Cost Analysis করিতে হইবে।

৩.২.২০ অবক্ষয়ের দরুণ কোন প্রতিবেশ (ecosystem) নাজুক/ভঙ্গুর অবস্থায় পৌঁছাইলে উহা পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণের নিমিত্তে প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area) ও সংরক্ষিত এলাকা (Protected Area) ঘোষণা করিতে হইবে এবং পুনরুদ্ধার কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.২.২১ দারিদ্র দূরীকরণ এবং জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সকল উন্নয়ন পরিকল্পনায় গ্রামীণ পুকুর এবং ডোবাসহ (ponds and tanks) সকল জলাভূমি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.২.২২ সকল নদী ও জলাভূমির পানি সরবরাহ অঞ্চলের/অববাহিকার মানচিত্র (Catchment Area Map) প্রণয়ন করিতে হইবে। সীমানা চিহ্নিত ও সুনির্দিষ্ট করিয়া সকল নদ-নদী ও জলাভূমি এবং বন্যা প্রবাহ এলাকা (Flood Flow Zone) সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৩.২.২৩ হাওর ও বাওড় পদ্ধতি (Haor and Baor Systems) সংরক্ষণ করিতে এবং নদী-নালা, খাল-বিল, ঝিল, পুকুর,হ্রদ প্রভৃতি জলাশয় ও পানি সম্পদকে দখল ও দূষণমুক্ত রাখিতে হইবে।

৩.২.২৪ জলাভূমির জলজবন (Reed ও Swamp Forest) সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

৩.২.২৫ সকল জলাভূমির অর্থনৈতিক মূল্যমান (Economic Valuation) এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ণ ও বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

৩.২.২৬ বন্যা প্রকোপ হ্রাস ও জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে হাওর-বাওড়-নদী-নালাসহ দেশের গতিশীল বিশাল নদী-বিধৌত প্লাবনভূমি প্রতিবেশ (Dynamic river-floodplain ecosystem) সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৩.২.২৭ মৎস্য সম্পদের জন্য ক্ষতিকারক পানি উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের পুনঃমূল্যায়ন করিতে হইবে এবং পরিবেশ উন্নয়নপূর্বক সমন্বিত মাছ-শস্য চাষের ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্লাবনভূমির শস্য উৎপাদনকে বিঘ্নিত না করিয়া মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মৎস্য ও জলজ জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ করিবার জন্য প্রকল্পের কারণে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়া নদী ও নদীর প্লাবনভূমিকে পুনরায় সংযুক্ত করিয়া (Reestablishment of connectivity between rivers and their floodplains) সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৩.২.২৮ সকল সড়ক ও রেলপথের পরিকল্পনাতে অবাধ পানি চলাচল করিবার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

৩.২.২৯ পানি সম্পদ প্রকল্প যথাসম্ভব সমন্বিত প্রকল্প হিসাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং এইসব প্রকল্পের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন হইতে পরিবীক্ষণ পর্যন্ত সবকিছুই একটি সমন্বিত বহুবিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে সম্পন্ন করিতে হইবে।

৩.২.৩০ নিরাপদ পানির প্রাপ্যতা ও পানির গুণগত মান সংরক্ষণ এবং পানি ব্যবহারে দক্ষতা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.২.৩১ ভূগর্ভস্থ পানির স্তর সমুন্নত রাখিবার লক্ষ্যে সেচ, কৃষি ও শিল্পখাতে উহার ব্যাপক ব্যবহার নিরুৎসাহিত করিতে হইবে।

৩.২.৩২ শিল্পসহ সকল ক্ষেত্রে পানি পুনঃচক্রায়নকে নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.২.৩৩ নিরপদ পানির এলাকা চিহ্নিত করিয়া সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৩.২.৩৪ শিল্প হইতে উদ্ভূত দূষিত পানি ও বর্জ্য নির্গমণের সম্ভাব্যতার কথা বিবেচনায় রাখিয়া সরকার কর্তৃক নূতন শিল্পাঞ্চল (New Industrial Zoning) চিহ্নিত করিবার বিধি-বিধান প্রণয়ন করিতে হইবে।

৩.২.৩৫ দূষণকারী শিল্প কারখানা সংশ্লিষ্ট দূষিত জলাশয় পরিশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৩.২.৩৬ পানির দূষণ প্রতিরোধে বিভিন্ন উৎস হইতে নির্গত পানির গুণগতমান পরীক্ষণ করিতে হইবে।

৩.২.৩৭ নদী-নালা, জলাশয় ও পরিবেশ সংরক্ষণমূলক আইনের সাথে সাংঘর্ষিক সকল প্রকার উন্নয়ন পরিকল্পনার পুনর্মূল্যায়ন ও প্রয়োজনমত পরিবেশ সংরক্ষণ উপযোগী করিতে হইবে।

৩.২.৩৮ শুকাইয়া যাওয়া বা একেবারে শুষ্ক কোন নদী-নালা-খালে চাষাবাদ বা অবকাঠামো নির্মাণ করিবার জন্য বন্দোবস্ত প্রদান না করিয়া এইসব জলাধার পুনরুজ্জীবন করিতে হইবে।

৩.৩ বায়ু

বাংলাদেশে দ্রুত নগরায়নের সাথে সাথে প্রধান প্রধান শহর ও উপ-শহরগুলোতে বায়ু দূষণের মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। বায়ু দূষণের আর্থিক ক্ষতির বিষয়টি বিশেষতঃ জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি সর্বজনবিদিত। জনস্বাস্থ্যের এই ক্ষতির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যয় দেশের জনগণ এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রের বহন করিতে হয়। সর্বোৎকৃষ্ট প্রাপ্তিসাধ্য প্রযুক্তি (Best Available Technologies-BAT) এবং বায়ুছাউনি ব্যবস্থাপনা (Airshed management) এর আলোকে বায়ুমান ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে এই নীতি হইবে নিম্নরূপঃ

৩.৩.১ বায়ুর মান পরিবেশসম্মত মানমাত্রার মধ্যে রাখিতে হইবে, এই লক্ষ্যে প্রয়োজনে আইন প্রয়োগ (এনফোর্স) করিতে হইবে এবং পরিবেশসম্মত মানমাত্রা হালনাগাদ করিতে হইবে।

৩.৩.২ বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও যানবাহনের গ্যাসীয় নির্গমণ মাত্রা (Emission Standard) নির্ধারণ করিতে হইবে এবং নির্গমণ মানমাত্রার মধ্যে রাখিতে হইবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নির্গমণ কর (Emission tax) নির্ধারণ এবং আদায় করিতে হইবে।

৩.৩.৩ অধিক পুরাতন যানবাহন ও ইঞ্জিন আমদানি নিষিদ্ধ করিতে হইবে।

৩.৩.৪ মোটরযানের ফিটনেস সনদ সংগ্রহ বা নবায়নের পূর্বে নির্গমণ পরীক্ষণ সনদ (Emission Testing Certificate) গ্রহণ বাধ্যতামূলক করিতে হইবে।

৩.৩.৫ মোটরযান ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত জ্বালানীর গুণগত মান (Quality Standard) নির্ধারণকরণ ও পরিপালন করিতে হইবে।

৩.৩.৬ ওজোনস্তর ক্ষয়কারী ও গ্রীনহাউজ গ্যাসের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ/পরিহার করিতে হইবে।

৩.৩.৭ বায়ুমান মনিটরিং ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং বায়ুমান সূচক (Air Quality Index) নির্ধারণ ও পরিপালন করিতে হইবে।

৩.৩.৮ বাসা-বাড়িতে বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.৪ খাদ্য ও সুপেয় পানি

খাদ্য ও পানি মানুষের মৌলিক চাহিদা। নিরাপদ খাদ্য ও পানি মানুষসহ সকল জীবের স্বাস্থ্যরক্ষায় একান্ত প্রয়োজন। কাজেই খাদ্য ও পানির উৎপাদন/সংগ্রহ হইতে ব্যবহার পর্যন্ত সকল পর্যায়ে সঠিক গুণগতমান নিশ্চিত করিতে এই নীতি হইবে নিম্নরূপঃ

৩.৪.১ খাদ্য, সুপেয় পানি এবং পানীয় প্রক্রিয়াজাতকরণ, উৎপাদন, সংরক্ষণ, পরিবহন, বাজারজাতকরণ স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্মতভাবে সম্পন্ন হওয়া নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.৪.২ জনস্বাস্থ্য এবং পরিবেশে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে এইরূপ খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও আমদানি নিষিদ্ধ করিতে হইবে।

৩.৪.৩ খাদ্য, সুপেয় পানি ও পানীয় দ্রব্যের যথাযথ গুণগতমান নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.৪.৪ হোটেল ও রেস্তোরায় পরিবেশ সম্মতভাবে খাবার পরিবেশনসহ খাদ্য, সুপেয় পানি ও পানীয়ের গুণগতমান বজায় রাখিতে হইবে।

৩.৪.৫ পানির উৎসসমূহ সংরক্ষণে উৎসের নিকটবর্তী এলাকায় শিল্প স্থাপন ও কোন প্রকার বর্জ্য নিষ্কাশন বা বর্জ্যের নিমজ্জন স্থান (ডাম্পিং গ্রাউন্ড) প্রতিষ্ঠা করা যাইবে না।

৩.৪.৬ সকল প্রকার খাদ্য, পানি ও পানীয় দূষণ যথাঃ ভেজাল, বাসি, পঁচা, জীবাণুযুক্ত, মেয়াদউত্তীর্ণ, বিকিরণজনিত দূষণ, কৃত্রিম রঙ ও রাসায়নিক মিশ্রণ এবং ক্ষতিকর জেনেটিক প্রযুক্তি প্রয়োগকৃত সকল প্রকার খাদ্য আমদানী, উৎপাদন, বিতরণ, ক্রয় ও গ্রহণ নিষিদ্ধ করিতে হইবে।

৩.৫ কৃষি

বাংলাদেশ একটি কৃষি-প্রধান জনবহুল দেশ। খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে টেকসই কৃষি উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। পরিবেশসম্মত কৃষি ব্যবস্থাপনা টেকসই কৃষি উন্নয়ন তথা খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে অপরিহার্য। ভূমির অবক্ষয়, কৃষি জমির উৎপাদনশীলতা ও পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস এবং জনসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ার এবং জলবায়ুর পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলার প্রেক্ষাপটে খাদ্য নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে টেকসই কৃষি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করিবার জন্য এই নীতি হইবে নিম্নরূপঃ

৩.৫.১ কৃষি উন্নয়ন ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে গৃহীত সকল প্রচেষ্টা ও প্রযুক্তি পরিবেশসম্মত করিতে হইবে।

৩.৫.২ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সকল কৃষি সম্পদের ভিত্তি (resource base) সংরক্ষণ এবং এইগুলির পরিবেশ সম্মত ও দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে।

৩.৫.৩ জৈব কৃষি ব্যবস্থাকে (organic farming) প্রাধান্য দিতে হইবে। কৃষিজ দূষণ (agricultural pollution) হ্রাসের জন্য কৃষিক্ষেত্রে সকল প্রকার রাসায়নিক উপাদানের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ এবং বিভিন্ন প্রকার **জৈব** সার ও জৈব কীটনাশকের ব্যবহার উৎসাহিত করিতে হইবে। রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারকালে কৃষি শ্রমিকের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.৫.৪ কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিবেশ সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও সম্পদের টেকসই ব্যবহারের লক্ষ্যে এই ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের মাধ্যমে পরিবেশ সম্মত **পদ্ধতি উদ্ভাবন করিতে হইবে।**

৩.৫.৫ পরিবেশ সম্মত প্রাকৃতিক তন্তু যথা পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি করিতে হইবে।

৩.৫.৬ গবেষণালব্ধ জ্ঞানের বিস্তারে অগ্রণী (পাইলট)/প্রদর্শনী কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে। কৃষক প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে বিজ্ঞানভিত্তিক ও প্রচলিত (traditional) টেকসই ভূমি ব্যবহার উৎসাহিত করিতে হইবে।

৩.৫.৭ পতিত ভূমি ও অবক্ষয়িত বন্যভূমি (Wasteland and degraded forestland) উদ্ধার ও এইগুলির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.৫.৮ কৃষি-বনায়ন (agro-forestry), জৈব কৃষির প্রবর্তন ও পরিবেশবান্ধব ফসল উৎপাদন জোরদার করিতে হইবে।

৩.৫.৯ উর্বর কৃষি জমি অকৃষি কাজে ব্যবহার করা যাইবে না। কৃষি জমির উপর দিয়ে অপরিকল্পিতভাবে রাস্তাঘাট ও বাঁধ নির্মাণ করা যাইবে না। আবাদী জমিতে যত্রতত্র অপরিকল্পিত শিল্পকারখানা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, ঘরবাড়ী নির্মাণ নিরুৎসাহিত করিতে হইবে।

৩.৫.১০ মাটির উর্বরতা ও পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য জৈব আবর্জনা প্রক্রিয়াজাত করিয়া সার ও বিদ্যুৎ উৎপাদন করিতে হইবে।

৩.৫.১১ উপকূলীয় এলাকায় ফসলী জমিতে লোনা পানি ঢুকাইয়া চিংড়ী এবং লবণ চাষ নিরুৎসাহিত করিতে হইবে।

৩.৫.১২ কৃষি জমিতে ইটভাটা স্থাপন করা যাইবে না। নির্মাণ কাজে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে পোড়ানো ইটের বিকল্প ব্লক ইট এবং হলো ইটের ব্যাপক প্রচলন করিতে হইবে। এই লক্ষ্যে আর্থিক প্রণোদনার মাধ্যমে ইহা জনপ্রিয় করিতে হইবে।

৩.৫.১৩ ইট ভাটায় ইট তৈরির কাঁচামাল হিসাবে কৃষি জমির উপরিভাগের মাটি এবং পাহাড় বা টিলার মাটি ব্যবহার করা যাইবে না। তবে সরকারি বিধি অনুসরণ এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে মজা পুকুর/খাল/খাড়ি/দিঘি/নদ-নদী/হাওর-বাওড়/চরাঞ্চল বা তৎসমতুল্য জায়গা হইতে ইট তৈরির মাটি সংগ্রহ করা যাইবে।

৩.৫.১৪ পরিবেশগত পরিবর্তন ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ও জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন করিবার জন্য গবেষণা করিতে হইবে।

৩.৫.১৫ সকল প্রকারের দেশীয় ফসলের জাত সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৩.৫.১৬ ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমন্বিত চাষাবাদ পদ্ধতি প্রচলন করিতে হইবে।

৩.৫.১৭ মাটি ও মানবদেহের ক্ষতিসাধন করিতে পারে এমন ফসল যেমনঃ তামাক চাষ উৎপাদন নিরুৎসাহিত করিতে হইবে।

৩.৫.১৮ মাটির উর্বরা শক্তি বাড়াইবার জন্য লিগিউম পরিবারের উদ্ভিদ ব্যবহার করিয়া সবুজ সার তৈরি করিতে হইবে ও শস্য আবর্তনে লিগিউম পরিবারের শস্য উৎপাদন এবং ধানক্ষেতে মাছের চাষ উৎসাহিত করিতে হইবে।

৩.৫.১৯ পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে খাদ্যশস্য সংরক্ষণের প্রযুক্তি আবিষ্কার ও প্রসারকে উৎসাহিত ও রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার বন্ধ করিতে হইবে।

৩.৫.২০ পাহাড়ী এলাকায় জুম চাষের পরিবর্তে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে তিন স্তরের কৃষি বনায়ন পদ্ধতি চালু করিতে হইবে।

৩.৫.২১ ধান চাষের ক্ষেত্রে পানির যথার্থ ব্যবহার ও মাটির গুণাগুণ অনুযায়ী ফসল উৎপাদন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে সিক্ত ও শুষ্ককরণ (Alternate Wetting and Drying) পদ্ধতির প্রসার ঘটাইতে হইবে, Drought Assessment (DRAS) মডেল প্রয়োগ এবং শুষ্ক এলাকার জন্য খরা সহনশীল জাতের ফসল চাষকে উৎসাহিত করিতে হইবে। সজি উৎপাদনে কম খরচে ড্রিপ সেচ (drip irrigation) পদ্ধতির প্রচার ও প্রসার করিতে হইবে।

৩.৫.২২ উপযুক্ত প্রযুক্তি গ্রহণ করিয়া ধানক্ষেত হইতে মিথেন নির্গমণ হ্রাস এবং কৃষি বর্জ্যের উন্মুক্ত পোড়ানো বন্ধ করিতে হইবে।

৩.৫.২৩ কৃষি-জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করিয়া ভবিষ্যতে যাহাতে টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা ধরিয়া রাখা যায় সেই লক্ষ্যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখিতে হইবে।

৩.৬ স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য বিধান

নির্মল পরিবেশ সুস্বাস্থ্যের পূর্ব শর্ত। স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে সৃষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য মানব স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। জনস্বাস্থ্য রক্ষার্থে গৃহীত পরিকল্পনা, নীতি প্রণয়ন ও অন্যান্য সকল কার্যক্রমে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। পরিবেশসম্মত স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য বিধানের জন্য এই নীতি হইবে নিম্নরূপঃ

৩.৬.১ সকল ক্ষেত্রে ও সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে পরিবেশ দূষণ কিংবা পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হইবার ফলে জনস্বাস্থ্যের প্রতি সৃষ্ট ক্ষতিকারক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ করিতে হইবে।

৩.৬.২ দেশের স্বাস্থ্যনীতিতে পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

৩.৬.৩ স্বাস্থ্য শিক্ষায় পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

৩.৬.৪ শহর ও পল্লী এলাকায় স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ গড়িয়া তুলিতে হইবে।

৩.৬.৫ সকল কর্মস্থল স্বাস্থ্যসম্মত ও **নিরাপদ** রাখিতে হইবে।

৩.৬.৬ স্বাস্থ্যসম্মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করিতে হইবে ও প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে এই ধরনের উদ্যোগকে উৎসাহ প্রদান করিতে হইবে।

৩.৬.৭ স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী সকল প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করিতে হইবে এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসা বর্জ্যসহ সকল বর্জ্যের উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গ্রহণ বাধ্যতামূলক করিতে হইবে।

৩.৭ আবাসন, গৃহায়ন ও নগরায়ন (Accommodation, Housing and Urbanization)

আবাসন মানুষের মৌলিক চাহিদা। আবাসন, গৃহায়ন ও নগরায়ন প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান বিশেষ করিয়া মাটি, পানি ও বায়ুর উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। নগর হইল মনুষ্য-সৃষ্ট জীবাশ্ম-জ্বালানীভিত্তিক প্রতিবেশ ব্যবস্থা। প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের জন্য আবাসন, গৃহায়ন ও নগরায়নের ক্ষেত্রে সংযম প্রদর্শন, গৃহায়নের উল্লম্বিক সম্প্রসারণ (vertical housing), সম্পদের দক্ষ ও যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। টেকসই অবকাঠামো নির্মাণ, গৃহায়ন ও নগরায়নের ক্ষেত্রে এই নীতি হইবে নিম্নরূপঃ

৩.৭.১ আবাসন, গৃহায়ন ও নগরায়নের ক্ষেত্রে সবুজ গৃহ ধারণা (Green House Concept) এবং হ্রাসকরণ, পুনর্ব্যবহার ও পুন:চক্রায়ন নীতি (3R Principle: Reduce, Reuse and Recycle) বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

৩.৭.২ আবাসন, গৃহায়ন ও নগরায়ন সংক্রান্ত সকল গবেষণা, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কার্যক্রমে পরিবেশ সংবেদনশীলতা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.৭.৩ শহর ও গ্রামাঞ্চলে বর্তমান আবাসিক এলাকাসমূহে পর্যায়ক্রমে পরিবেশসম্মত সুযোগ-সুবিধাদি সম্প্রসারণ করিতে হইবে।

৩.৭.৪ স্থানীয় ও সার্বিক পরিবেশের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী গৃহায়ন ও নগরায়ন নিয়ন্ত্রণ; নগর উন্নয়নে পরিবেশ বিঘ্নকারক গৃহায়ণ ও নগরায়ন নিয়ন্ত্রণ; সারাদেশের সকল নগরের জন্য পরিবেশবান্ধব বিশদ নগর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সেই সবের যথাযথ ও দ্রুত বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

৩.৭.৫ নগর পরিবেশ-প্রতিবেশ সংরক্ষণ, জীববৈচিত্র বৃদ্ধিকরণ এবং সৌন্দর্য বর্ধনে জলাশয় সংরক্ষণ ও নূতন জলাশয় সৃজন করিতে হইবে।

৩.৭.৬ যথাসম্ভব ভূমি সাশ্রয়ী অবকাঠামো নির্মাণ, আবাসন ও নগরায়ন নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.৭.৭ বাংলাদেশে পরিবেশগত প্রভাব ও পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয় বিবেচনায় রাখিয়া বিস্তারিত আঞ্চলিক নগর পরিকল্পনাকে (Detailed Area Plan) কঠোরভাবে মানিয়া চলিতে হইবে।

৩.৭.৮ বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোডের (BNBC) যথাযথ প্রয়োগ ও হালনাগাদ নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.৭.৯ ভূমি আগ্রাসন কঠোরভাবে দমন করিতে হইবে।

৩.৭.১০ জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ অবকাঠামো নির্মাণ, গৃহায়ন ও নগরায়ন নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.৭.১১ যত্রতত্র অপরিকল্পিত আবাসন গড়িয়া তোলা নিয়ন্ত্রণ এবং কৃষি জমিতে আবাসন গড়া বন্ধ করিতে হইবে।

৩.৭.১২ পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে উপযুক্ত স্যুয়ারেজ ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে।

৩.৭.১৩ পর্যাপ্ত নগর বনায়ন (urban plantation) নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.৭.১৪ নগরায়নের ক্ষেত্রে সকল প্রাকৃতিক সম্পদ (পুকুর, জলাশয়, খাল, বিল, ঝিল, লেক, পাহাড়, বন্যাপ্রবন এলাকা, বন ও জীববৈচিত্র্য) সংরক্ষণ ও পরিবেশবান্ধব ব্যবহার করিতে হইবে।

৩.৭.১৫ সারাদেশে খেলার মাঠ, পার্ক, বাগান, নার্সারী, উন্মুক্তস্থান ও ঐতিহ্যবাহী প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনাসমূহ সংরক্ষণে গ্রহণযোগ্য মানদণ্ড অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.৮ শিক্ষা ও গণ-সচেতনতা (Education and Mass Awareness)

পরিবেশ সংরক্ষণে শিক্ষা ও গণ-সচেতনতার ভূমিকা অনস্বীকার্য। পরিবেশ দূষণের ক্ষতিকর দিকসমূহ, দূষণের কারণ এবং দূষণ প্রতিরোধের উপায় ইত্যাদি বিষয়ে সকল পর্যায়ে শিক্ষা ও সচেতনতা সৃষ্টি অত্যন্ত প্রয়োজন। শিক্ষা ও গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এই নীতি হইবে নিম্নরূপঃ

৩.৮.১ শিক্ষার প্রসার ও দেশের সার্বিক উন্নয়নে জনগণকে অধিকতর সম্পৃক্ত করিবার লক্ষ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি ও শিক্ষিতের হার (rate of literacy) দ্রুত বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.৮.২ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পরিবেশ বিজ্ঞান এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং সংস্থার সহিত যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.৮.৩ পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, সকল জাতীয় সম্পদের টেকসই, দীর্ঘমেয়াদী এবং পরিবেশসম্মত ব্যবহার, ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক গণ-সচেতনতা সৃষ্টি করিতে হইবে। সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাসহ বেসরকারি সংগঠনসমূহকে পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন বিষয়ে কাজের জন্য উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে।

৩.৮.৪ প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবেশ সংক্রান্ত জ্ঞান ও তথ্যের ব্যাপক অন্তর্ভুক্তি ও প্রসার নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.৮.৫ পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার সকল কাজে জনগণকে স্বতঃস্ফুর্ত ও সরাসরি অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে।

৩.৮.৬ সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা, কর্মচারীদের এবং শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে নিয়োজিত শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে পরিবেশ বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

৩.৮.৭ পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার বিষয়ে জনগণকে সচেতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন প্রচার করিতে হইবে।

৩.৮.৮ জাতীয় শিক্ষানীতি ও পাঠক্রমে পরিবেশ শিক্ষা, সাধারণভাবে নীতি ও নৈতিকতা, পরিমিতিবোধ, জীবন যাপনে আত্মসংযম, বিবেকবোধ, দেশপ্রেম, প্রকৃতি ও পরিবেশ প্রেম, প্রকৃতি ও পরিবেশ সচেতনতা, দায়িত্ববোধের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

৩.৮.৯ পরিবেশ সম্মত স্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ ব্যাহত/বিপন্ন করিতে পারে এমন কোন কারখানা/প্রতিষ্ঠান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিকট স্থাপন করা যাইবে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অঙ্গনসমূহকে পরিবেশসম্মত রাখিবার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এলাকায় সকল প্রকার দূষণ রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। পরিবেশ উন্নয়নে ভূমিকা পালনকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে প্রণোদনা/সম্মাননা প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহিত করিতে হইবে।

৩.৯ বন

আমাদের দেশের এক বিশাল জনগোষ্ঠীর জীবিকা বন ও বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল। বায়ু শোধনাগার, কার্বন সিকোয়েস্টার (Sequester-শোষক/ধারক), জীববৈচিত্র্যের বিশাল বাস্তুসংস্থান এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ হইতে রক্ষাকবজ হিসাবে বন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়া থাকে। মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ, শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বনের ভূমিকা বিবেচনা করিয়া বন সংরক্ষণে এই নীতি হইবে নিম্নরূপঃ

৩.৯.১ সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

৩.৯.২ বনভূমি সংকোচন ও বনজ সম্পদের ক্ষয়রোধ নিরোধ করিতে হইবে এবং ব্যাপকহারে বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.৯.৩ বনজ সম্পদের বিকল্প উদ্ভাবন ও উহার ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করিতে হইবে।

৩.৯.৪ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করিতে হইবে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে গবেষণা জোরদার এবং এতদ্‌সংক্রান্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ে সহায়তা প্রদান করিতে হইবে।

৩.৯.৫ পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক যে কোন প্রজাতির প্রাণী-উদ্ভিদ আমদানী নিষিদ্ধ ও অনুপ্রবেশ রোধ করিতে হইবে।

৩.৯.৬ দেশের বন্যপ্রাণী, উদ্ভিদ প্রজাতি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে গবেষণা জোরদার করিতে হইবে এবং এতদ্‌সংক্রান্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিনিময়ে জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক উন্নয়ন করিতে হইবে।

৩.৯.৭ কাঠের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করিতে হইবে এবং বনজ সম্পদের উপর চাপ কমাইতে value added পণ্য, অন্যান্য বনজ সম্পদ উৎপাদন ও ব্যবহার উৎসাহিত করিতে হইবে।

৩.৯.৮ বনের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং বনজ সম্পদের মান উন্নয়ন ও সংরক্ষণে জনগণকে সম্পৃক্ত করিতে হইবে।

৩.৯.৯ প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা (ইসিএ) এবং সংরক্ষিত এলাকা (পিএ)-সমূহে সরকারি তদারকী ও আইন প্রয়োগের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালী করিতে হইবে এবং বিশেষ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.৯.১০ বিলুপ্তপ্রায় স্থানীয় প্রজাতিসমূহ সংরক্ষণ করিবার জন্য যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.৯.১১ বনজ সম্পদ রক্ষায় বনভূমিসমূহে কোর জোন (Core Zone) ও বাফার জোন (Buffer Zone) নির্ধারণ করিয়া কোর জোন (Core Zone) এলাকায় সকল ধরনের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া শুধুমাত্র বাফার জোন (Buffer Zone) এলাকায় সীমিত আকারে সম্পদ আহরণ ও ট্যুরিজম সীমাবদ্ধ করিতে হইবে।

৩.১০ জীববৈচিত্র্য ও প্রতিবেশ ব্যবস্থা সংরক্ষণ এবং জীবনিরাপত্তা (Biosafety)

জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ প্রতিবেশ ব্যবস্থা টেকসই হয় তাই ইহা অধিক পরিমাণে পণ্য ও সেবা উৎপাদন করিয়া থাকে। মানুষের দৈনন্দিন বহুমাত্রিক চাহিদা পূরণের জন্য জীববৈচিত্র্য এবং জীবনিরাপত্তা অত্যন্ত জরুরি। ইহাছাড়া প্রতিবেশ ব্যবস্থাকে কার্যক্ষম (well functioning) ও উৎপাদনশীল রাখিতে জীববৈচিত্র্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়। জীববৈচিত্র্য ও প্রতিবেশ ব্যবস্থা সংরক্ষণ এবং জীবনিরাপত্তা (Biosafety) বিধানের লক্ষ্যে এই নীতি হইবে নিম্নরূপঃ

৩.১০.১ সামগ্রিক পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও মান উন্নয়ন করিবার জন্য সকল প্রকার পরিবেশে বিদ্যমান জেনেটিক, প্রজাতিগত এবং প্রতিবেশ ব্যবস্থার বৈচিত্র্য (ecosystem diversity) সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

৩.১০.২ দেশের জলাভূমি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিতে হইবে; জলাভূমি ভরাট বন্ধ করিতে হইবে; ইতোমধ্যে ভরাটকৃত জলাভূমি পুনরুদ্ধারসহ জলাভূমির জীববৈচিত্র্য এবং প্রাণিসম্পদসহ অতিথি পাখির আবাসস্থল সংরক্ষণ ও উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.১০.৩ জীববৈচিত্র্য এবং মানবস্বাস্থ্যের উপর কৌলিকগতভাবে (genetically modified) পরিবর্তিত জীবের (GMOs-Genetically Modified Organisms & LMOs-Living Modified Organisms) ঝুঁকি মোকাবেলায় কার্যকর জীবনিরাপত্তা নিশ্চিত করিতে প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত কাঠামো সৃষ্টি করিতে হইবে।

৩.১০.৪ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলসমূহের (habitats) পরিবেশগত উপাদানসমূহের মান অটুট রাখিবার জন্য পারিপার্শ্বিক ভূমি ও পানি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করিতে হইবে এবং প্রয়োজনীয় খাদ্যচক্র ও প্রতিবেশগত পদ্ধতি সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৩.১০.৫ প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকায় (ইসিএ) কোন কর্মকাণ্ড গ্রহণের ক্ষেত্রে Assessment নির্ভর সিদ্ধান্তের পরিবর্তে সতর্কতামূলক নীতি (Precautionary Principle) গ্রহণ করিতে হইবে। প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকার (ইসিএ) সংরক্ষণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.১০.৬ জীববৈচিত্র্য চেকলিস্ট (inventory) এবং taxonomic classification প্রণয়ন করিতে হইবে। দেশের স্থলজ ও জলজ প্রধান প্রধান প্রতিবেশ ব্যবস্থার জীববৈচিত্র্যের সূচক (biodiversity index) প্রণয়ন করিতে হইবে।

৩.১০.৭ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (Coservation Management Plan) প্রণয়নপূর্বক বন, জলাভূমি, উপকূলীয় অঞ্চলসহ সব ধরনের সংরক্ষিত এলাকা বা প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকায় প্রতিবেশভিত্তিক (ecosystem based) ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.১০.৮ পরিবেশ দূষণরোধে ব্যবহৃত জীন-প্রকৌশল প্রযুক্তির উপর গবেষণা কর্মকাণ্ড চালাইবার সময় জীবনিরাপত্তা (Biosafety) যথাযথভাবে প্রয়োগ ও অনুসরণ করিতে হইবে।

৩.১০.৯ প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা (ECA) এবং রক্ষিত এলাকা (PA) গুলিতে নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ডগুলি যাহাতে না করা হয় তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.১০.১০ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণমূলক সকল কার্যক্রমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.১১ পাহাড়ী প্রতিবেশ (Hilly Ecosystems)

পাহাড়ী প্রতিবেশ ব্যবস্থা অত্যন্ত ভঙ্গুর এবং anthropogenic shocks-এর প্রতি খুবই সংবেদনশীল। পাহাড়ী প্রতিবেশ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও বন সৃজন করে, দীর্ঘমেয়াদী পানির প্রবাহ বজায় রাখে এবং পরিবেশবান্ধব পর্যটনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই অঞ্চলের প্রধান সমস্যাবলী হইল পাহড় কর্তন, বন ধ্বংস (deforestation), ভূমিধ্বস, ভূমিক্ষয়, মাটি ও পানি দূষণ, অপরিকল্পিত নগরায়ন ইত্যাদি। পাহাড়ী প্রতিবেশ ব্যবস্থা সংরক্ষণে এই নীতি হইবে নিম্নরূপঃ

৩.১১.১ পাহাড়ী ইকোসিস্টেমের উপর বিস্তারিত তথ্যভাণ্ডার গড়িয়া তুলিবার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন এবং পাহাড়ী ইকোসিস্টেম সংরক্ষণ কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে।

৩.১১.২ পাহাড়, টিলা কর্তন/মোচন করা যাইবে না।

৩.১১.৩ স্থানীয় জাতের ফসল চাষের মাধ্যমে জৈব কৃষি ব্যবস্থার (organic farming) প্রবর্তন এবং কৃষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে হইবে।

৩.১১.৪ টেকসই পরিবেশবান্ধব ট্যুরিজম নিশ্চিতকরণকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি পাহাড়ী এলাকায় পর্যটক সমাগম সহনীয় পর্যায়ে রাখিতে হইবে।

৩.১১.৫ পাহাড়ী এলাকার টেকসই উন্নয়নের জন্য লাগসই ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ওয়াটারশেড ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন করিতে হইবে।

৩.১১.৬ পাহাড়ী এলাকায় জুম চাষের পরিবর্তে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে তিন স্তরের কৃষি বনায়ন চালু করিতে হইবে।

৩.১১.৭ ভূমিধ্বস ও ভূমিক্ষয় রোধে পাহাড়ী বনের অবক্ষয় রোধ, বন সংরক্ষণ এবং নূতন বন সৃজন ও পাহাড় সংরক্ষণ অবকাঠামো নির্মাণ করিতে হইবে।

৩.১১.৮ ন্যাড়া বা উন্মুক্ত পাহাড়/পাহাড়ী এলাকা বনায়নের আওতায় আনিতে হইবে। স্থানীয় প্রজাতি ব্যবহার করিয়া সবুজায়ন জোরদার করিতে হইবে।

৩.১১.৯ পাহাড়ী প্রতিবেশ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বনাঞ্চল, দীর্ঘমেয়াদে প্রবাহ বজায় রাখা এবং ইকোট্যুরিজমের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়া থাকে। বনের উপর চাপ কমাইবার জন্য বিকল্প আয়ের উৎস হিসাবে ফলদ, বনজ, ওষধি এবং শাক-সব্জির চাষাবাদ উৎসাহিত করিতে হইবে।

৩.১১.১০ জুম চাষের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা এবং তদনুযায়ী কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান; স্থানীয় গোত্রীয় নেতাদের এবং জনগোষ্ঠীকে জুম চাষ নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সহিত সম্পৃক্ত করিতে হইবে।

৩.১১.১১ সংরক্ষিত বনাঞ্চলে জুম চাষ নিষিদ্ধ করিতে হইবে।

৩.১২ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ দেশে প্রাণীজ আমিষ যোগান এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুর্ত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখিতেছে। প্রাকৃতিক প্রতিবেশের অবক্ষয়ের কারণে উন্মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য-সম্পদ (Openwater Fisheries) ব্যাপকভাবে হ্রাস পাইয়াছে। ইহার ফলে উন্মুক্ত-জলাশয় সম্পদের উপর নির্ভরশীল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবিকা হ্রাস পাইয়াছে। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে মৎস্য সম্পদ ও প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার জন্য উন্মুক্ত জলাশয়, হাওর-বাওড়, বিল, পুকুর, ডোবা, প্লাবনভূমি, চারণভূমি ইত্যাদির প্রাকৃতিক প্রতিবেশ পুনর্বাসন ও সংরক্ষণ করিতে হইবে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের জাত, চাষ পদ্ধতি এবং এইগুলি হইতে প্রাপ্ত উপজাত (by products) প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মানব স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলিয়া থাকে। এই সকল কার্যক্রমের ক্ষতিকর প্রভাব দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি ও ইহাদের প্রক্রিয়াকরণে পরিবেশ ও মানব স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব লাঘব করিবার জন্য এই নীতি হইবে নিম্নরূপঃ

৩.১২.১ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের সংরক্ষণের এবং উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.১২.২ মৎস্য সম্পদের উৎস হিসাবে চিহ্নিত জলাভূমির সংকোচন প্রতিরোধ এবং সংস্কারমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.১২.৩ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নমূলক পদক্ষেপসমূহ যাহাতে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ও অন্যান্য প্রতিবেশের উপর কোনরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.১২.৪ মৎস্য সম্পদের জন্য ক্ষতিকারক পানি উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের পুনঃমূল্যায়ন করিতে হইবে এবং পরিবেশ উন্নয়নপূর্বক সমন্বিত মাছ-শস্য চাষের ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্লাবনভূমির শস্য উৎপাদনকে বিঘ্নিত না করিয়া মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মৎস্য ও জলজ জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ করিবার জন্য প্রকল্পের কারণে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়া নদী ও নদীর প্লাবনভূমিকে পুনরায় সংযুক্ত করিয়া (Reestablishment of connectivity between rivers and their floodplains) সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৩.১২.৫ বিদেশী আগ্রাসী জাতের মাছের অনুপ্রবেশ বন্ধ এবং দেশী প্রজাতি সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৩.১২.৬ উপকূলীয় অঞ্চলসহ সবধরনের সংরক্ষিত এলাকা বা প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকায় জলাভূমি ইজারা বন্ধ করিয়া অংশীদারিত্বমূলক সমাজভিত্তিক- এবং সহ-ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করিতে হইবে।

৩.১২.৭ জলাভূমির পানির গুণগতমান সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৩.১২.৮ জলাভূমিতে মৎস্য সম্পদের আবাস সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৩.১২.৯ শামুক-ঝিনুক-কচ্ছপ/কাছিম-কাঁকড়াসহ সকল বিপন্ন প্রজাতির আহরণ নিষিদ্ধ করিতে হইবে।

৩.১২.১০ বঙ্গোপসাগরে মাছের উৎপাদন বজায় রাখিবার জন্য যেকোন রকম ক্ষতিকারক কার্যক্রম ও সমুদ্রদূষণ রোধকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.১২.১১ দেশের মৎস্যসম্পদ আহরণে দরিদ্র জনসাধারণের অধিকার নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.১২.১২ সকল প্রকার দেশীয় প্রজাতির মৎস্য ও প্রাণীর গবেষণালব্ধ তথ্য জাতীয় পর্যায়ে ডাটাবেজের মাধ্যমে সংরক্ষণ ও ব্যবহার করিতে হইবে।

৩.১২.১৩ সকল প্রকার দেশীয় মাছের প্রজনন স্থান চিহ্নিতকরণ ও সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.১২.১৪ সামুদ্রিক মৎস্যের টেকসই আহরণ ও সামুদ্রিক মাছের প্রজাতিসমূহের যথাযথ সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৩.১২.১৫ সমুদ্র ও উপকূলীয় এলাকায় গুরুত্বপূর্ণস্থানসমূহকে সামুদ্রিক অভয়াশ্রম ঘোষণা ও ইহাদের ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.১২.১৬ প্রাণিসম্পদের জন্য পর্যাপ্ত গোচারণভূমি উন্নয়ন ও সংরক্ষণ কারতে হইবে।

৩.১২.১৭ উন্নত জাতের বেশি দুগ্ধদানকারী প্রজাতির পরিবেশসম্মত আবাদ করিতে হইবে।

৩.১৩ উপকূলীয় ও সামুদ্রিক প্রতিবেশ (Coastal and Marine Ecosystem)

প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট বিভিন্ন উপকরণ যেমন ম্যানগ্রোভ, কোরাল রীফ, উপকূলীয় বনাঞ্চল, খাড়ী/নদী, বালিয়াড়ী, সমুদ্র সৈকত, কৃষিক্ষেত্র, মানববসতি, কোন কোন বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান (world heritage site) ইত্যাদি উপকূলীয় প্রতিবেশের অন্তর্ভুক্ত। অপরিকল্পিতভাবে বসতি স্থাপন, শিল্পায়ন তথা শিল্পদূষণ, সমুদ্রযানের দূষণ, সামুদ্রিক সম্পদের মাত্রাতিরিক্ত আহরণ, ইত্যাদি কারণে উপকূলীয় প্রতিবেশ ব্যবস্থা ব্যাপক অবক্ষয়ের শিকার। উপকূলীয় এলাকার প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ হইতে মানুষের জীবন ও জীবিকা রক্ষা করিতে এই নীতি হইবে নিম্নরূপঃ

৩.১৩.১ দেশের উপকূলীয় ও সামুদ্রিক প্রতিবেশ (coastal and marine ecosystem) এবং সম্পদের পরিবেশসম্মত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.১৩.২ উপকূলীয় ও সামুদ্রিক পরিবেশ, প্রতিবেশ এবং সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে প্রয়োজনীয় গবেষণা জোরদার করিতে হইবে এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও গবেষকদের মধ্যে সমন্বয় গড়িয়া তুলিতে হইবে।

৩.১৩.৩ উপকূল ও সামুদ্রিক অঞ্চলে সামুদ্রিক সম্পদের আহরণের মাত্রা সহনশীল পর্যায়ে রাখিতে হইবে, যাহাতে প্রতিবেশের উৎপাদনশীলতা (regeneration capacity) বজায় থাকে।

৩.১৩.৪ প্যারাবন (mangrove forest), উপকূলীয় বন সংরক্ষণ ও উদ্ধার এবং পুনর্বাসন করিতে হইবে।

৩.১৩.৫ সমন্বিত উপকূলীয় এলাকা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (Integrated Coastal Zone Management Plan) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

৩.১৩.৬ প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষার জন্য উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী সৃজন করিতে হইবে।

৩.১৩.৭ সকল উন্নয়ন পরিকল্পনায় সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির প্রভাব ও তাহা অভিযোজন ও প্রশমনের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

৩.১৩.৮ জনস্বাস্থ্য, কৃষিজ উৎপাদন ও অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ (salanity intrusion), লবণাক্ততা বৃদ্ধিজনিত ক্ষতি মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে এবং লবণ-সহিষ্ণু ও বন্যা-সহিষ্ণু শস্য প্রজাতি সৃজন ও চালু করিতে হইবে।

৩.১৩.৯ সমুদ্র দূষণ (marine pollution) নিয়ন্ত্রণের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.১৩.১০ যে সকল প্রাকৃতিক পদ্ধতি দুর্যোগ মোকাবেলায় সহায়ক ভূমিকা রাখে ও বর্ম হিসাবে ব্যবহৃত হয় তাহাদের যে কোন মূল্যে রক্ষা করিতে হইবে।

৩.১৩.১১ উপকূলীয় প্রতিবেশ ব্যবস্থার ধারণ ক্ষমতা (carring capacity) নিরূপণ, বিভাজিত অঞ্চল (zoning) নির্ধারণ এবং অর্থনৈতিক মূল্যায়ন (economic valuation) করিতে হইবে।

৩.১৩.১২ সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (Conservation Management Plan-CMP) প্রণয়নপূর্বক জনপ্রিয় পর্যটন এলাকায় পর্যটন যাহাতে ইকোট্যুরিজম (Ecotourism) হয় উহা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.১৩.১৩ যে কোন উপকূলীয় অবকাঠামো পরিবেশ প্রকৌশল পদ্ধতিতে নির্মাণ করিতে হইবে।

৩.১৩.১৪ উপকূলীয় ও সামুদ্রিক এলাকায় পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন প্রকার শিল্প কারখানা, অবকাঠামো স্থাপন, উপকূলবর্তী সামুদ্রিক পানিতে বেআইনী কারেন্ট জাল দিয়া মাছ ধরা নিষিদ্ধ করিতে হইবে।

৩.১৩.১৫ সমুদ্র জলসীমায় তেল, গ্যাস ও খনিজ দ্রব্য আহরণের ক্ষেত্রে পরিবেশ সংবেদনশীলতা ভিত্তিক নীতি অবলম্বন, বিদেশী মাছধরার ট্রলার প্রতিহত করিতে হইবে এবং দেশীয় ট্রলারের সংখ্যা ও এইগুলির মাছ ধরার সময়কাল যৌক্তিক পর্যায়ে সীমিত করিতে হইবে।

৩.১৩.১৬ উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী, প্রাকৃতিক গাছ কাটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করিতে হইবে এবং সামাজিক বনায়নে গাছ কাটিবার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট সংরক্ষণমূলক নীতিমালা মানিয়া চলা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.১৩.১৭ উপকূলীয় এলাকায় অপরিকল্পিত অবকাঠামো নির্মাণ, নিয়ন্ত্রণহীন ও পরিবেশ বিনাশী পর্যটন, সামুদ্রিক পানির কিনারা ধরিয়া নিয়মিত যানবাহন চলাচল, জনসমাগম প্রভৃতি নিষিদ্ধ করিতে হইবে।

৩.১৩.১৮ উপকূল সুরক্ষা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে Community Network গড়িয়া তুলিতে হইবে।

৩.১৩.১৯ উপকূলীয় পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষা ও সংরক্ষণে কমিউনিটি ভিত্তিক ক্ষুদ্র-অনুদান কর্মসূচি চালু করিতে হইবে।

৩.১৪ শিল্প

অপরিকল্পিতভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠা, বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থার অভাব, যত্রতত্র বর্জ্য নি:সরণ, উৎপাদন উপকরণের অদক্ষ ব্যবহার ইত্যাদি দারুণভাবে পরিবেশ দূষণ ঘটাইতেছে। এমতাবস্থায় প্রতি ইউনিট উপকরণ ব্যবহার করিয়া সর্বাধিক উৎপাদন নিশ্চিত করা এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা একান্ত জরুরি। পরিবেশবান্ধব শিল্প স্থাপন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণে এই নীতি হইবে নিম্নরূপঃ

৩.১৪.১ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.১৪.২ নূতন শিল্প স্থাপনের পূর্বে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ) করিতে হইবে।

৩.১৪.৩ পরিবেশ দূষণ করে এমন পণ্য উৎপাদনকারী শিল্প স্থাপন নিষিদ্ধ করিতে হইবে; স্থাপিত শিল্পসমূহ পর্যায়ক্রমে বন্ধ করিতে হইবে এবং এই সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের পরিবেশসম্মত বিকল্প পণ্য উদ্ভাবন/প্রচলনের মাধ্যমে ঐ সকল পণ্যের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করিতে হইবে।

৩.১৪.৪ শিল্প ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং এতদ্‌সংক্রান্ত গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম উৎসাহিত করিতে হইবে।

৩.১৪.৫ শিল্পে কাঁচামালের অপচয়রোধ ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করিতে 3R (Reduce, Reuse and Recycle) নীতি বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

৩.১৪.৬ শিল্প খাতে জ্বালানী সাশ্রয়ী (energy efficient) যন্ত্রপাতি স্থাপন করিতে হইবে।

৩.১৪.৭ শিল্প কারখানায় শূন্য নির্গমণ (zero discharge/zero emission) ব্যবস্থা চালু করিতে হইবে এবং প্রয়োজনে আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করিতে হইবে।

৩.১৪.৮ দেশে অভ্যন্তরীণ Clean Development Mechanism (CDM) পদ্ধতি প্রয়োগ করিতে হইবে।

৩.১৪.৯ সকল ক্ষেত্রে দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে। বর্জ্য সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠানে বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপনের মাধ্যমে বর্জ্য পরিশোধন বাধ্যতামূলক করিতে হইবে; প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপন (Central Effluent Treatment Plant (CETP) করিতে হইবে।

৩.১৪.১০ প্রতিটি শিল্প ইউনিটের নিজস্ব অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.১৪.১১ 'জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালা'র ভিত্তিতে দেশে বিষয়ভিত্তিক শিল্প এলাকা গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং যত্রতত্র শিল্প স্থাপনের প্রবণতা বন্ধ করিতে হইবে। আবাসিক এলাকায় বর্তমানে অবস্থিত শিল্প-কারখানাসমূহ নির্দিষ্ট শিল্প এলাকায় স্থানান্তর করিতে হইবে।

৩.১৪.১২ শিল্প কারখানার জন্য পরিবেশগত নিরীক্ষা পদ্ধতি (Environmental Audit System) চালু করিতে হইবে।

৩.১৫ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ

জ্বালানী শক্তি উৎপাদন এবং খনিজ সম্পদ উত্তোলন, আহরণ ও ব্যবহার প্রাকৃতিক পরিবেশকে দূষিত করিয়া থাকে। সেইজন্য জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি, বিকল্প জ্বালানী ব্যবহার, নীতি ও সকল কার্যক্রমে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। পরিবেশসম্মতভাবে জ্বালানী শক্তি উৎপাদন এবং খনিজ সম্পদ উত্তোলন, আহরণ ও ব্যবহারে এই নীতি হইবে নিম্নরূপঃ

৩.১৫.১ যে সকল জ্বালানী পরিবেশ দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন ত্বরান্বিত করিয়া থাকে সেইগুলির ব্যবহার হ্রাস ও নিরুৎসাহিত করিতে হইবে এবং পরিবেশসম্মত ও কম ক্ষতিকারক জ্বালানী ব্যবহার উৎসাহিত করিতে হইবে।

৩.১৫.২ জ্বালানী হিসাবে কাঠ, কৃষি বর্জ্য ইত্যাদির ব্যবহার নিরুৎসাহিত ও হ্রাস করিতে হইবে এবং বিকল্প জ্বালানীর ব্যবহার বৃদ্ধি করিতে হইবে।

৩.১৫.৩ দেশের জ্বালানী চাহিদা পূরণ করিবার জন্য আণবিক শক্তি ব্যবহারের ফলে যে বিরূপ পরিবেশগত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইতে পারে সেই সম্পর্কে যথাযথ সতর্কতা গ্রহণ করিতে হইবে এবং সকল প্রকার আণবিক দূষণ ও তেজস্ক্রিয় বিকিরণ রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। সম্ভব হইলে জ্বালানী হিসাবে আণবিক শক্তির উৎপাদন ও ব্যবহার পরিহার করিতে হইবে।

৩.১৫.৪ জ্বালানী সাশ্রয় ও সংরক্ষণের জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে এবং জ্বালানী সাশ্রয়ী উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন, ব্যবহার ও উহার সম্প্রসারণ করিতে হইবে।

৩.১৫.৫ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ আহরণ সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ করিবোর পূর্বে পরিবেশগত প্রভাব নিরুপণ ও তাহা বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.১৫.৬ পরিবেশবান্ধব বায়োগ্যাস, সৌরশক্তি, বায়ু এবং স্রোতশক্তির (wind and tidal energy) গবেষণা ও নবায়নযোগ্য শক্তির (renewable energy) ব্যবহার বৃদ্ধি করিতে হইবে।

৩.১৫.৭ দেশে ব্যবহৃত জ্বালানী তেলে ক্ষতিকর পদার্থ যেমন সালফার এর পরিমাণ পর্যায়ক্রমে কমিয়ে সর্বনিম্ন পর্যায়ে আনিতে হইবে।

৩.১৫.৮ দেশের জ্বালানী সম্পদের নিরাপদ মওজুদ, সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৩.১৫.৯ দেশে অধিক সালফারযুক্ত কয়লা আমদানি হ্রাস করিতে হইবে।

৩.১৫.১০ জ্বালানী ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রতি ইউনিট জ্বালানীর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি (increase production per unit energy use) করিতে হইবে।

৩.১৫.১১ জ্বালানী উত্তোলন বা প্রক্রিয়াজাতকরণে প্ল্যান্ট স্থাপন বা খনি তৈরির পূর্বে স্থানীয় অধিবাসীদের জীবন ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর প্রভাব বাধ্যতামূলকভাবে পরিহার করিতে হইবে; এবং পরিবেশ বিনাশী জ্বালানী আহরণ প্রক্রিয়া পরিহার করিতে হইবে।

৩.১৬ যোগাযোগ ও পরিবহন (Communication and Transportation)

যোগাযোগ ও পরিবহন অবকাঠামো নির্মাণ প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলিয়া থাকে। ইহা ছাড়া যোগাযোগ ও পরিবহন কৌশল, ব্যবহৃত যান ও জ্বালানী, ব্যবহৃত প্রযুক্তি ইত্যাদি পরিবেশ দূষণ ঘটায়। কাজেই পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য যোগাযোগ ও পরিবহন নীতি, পরিকল্পনা প্রযুক্তি ও দক্ষতা সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তকরণের ক্ষেত্রে এই নীতি হইবে নিম্নরূপঃ

৩.১৬.১ স্থলপথ, রেলপথ, বিমানপথ ও অভ্যন্তরীণ নৌ-পথ ব্যবস্থা যাহাতে পরিবেশের উপর কোন ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি না করে তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে এবং এই সকল ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নের আগে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ করিতে হইবে।

৩.১৬.২ সড়কপথ, রেলপথ, বিমানপথ ও নৌ-পথে চলাচলকারী যানবাহন এবং জনগণ যাহাতে পরিবেশ দূষণমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত না হয় তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে এবং অনুরূপ যানবাহন পরিচালনায় নিয়োজিত শ্রমিকদের পেশাগত দক্ষতা নিশ্চিত এবং স্বাস্থ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.১৬.৩ অভ্যন্তরীণ নৌ-বন্দর ও ডকইয়ার্ডসমূহ কর্তৃক পানি ও স্থানীয় পরিবেশ দূষণমূলক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে।

৩.১৬.৪ জ্বালানী সাশ্রয়ী হওয়ার কারণে পরিবেশবান্ধব হওয়ায় যোগাযোগ ও পরিবহনের ক্ষেত্রে রেলপথ ও নৌ-পথের ব্যবহারকে প্রাধান্য দিতে হইবে।

৩.১৬.৫ যে সকল শহরের পাশে ও অভ্যন্তরে নৌ-পথ রহিয়াছে তাহা সংস্কার, পুনঃখনন করিয়া ব্যবহার উপযোগী করিতে হইবে।

৩.১৬.৬ সড়কপথ ও রেলপথের দুইধারে সবুজায়ন/বনায়ন করিতে হইবে।

৩.১৬.৭ সারাদেশে নগর ও মহানগরীর অভ্যন্তরে ও আন্তঃনগর যোগাযোগের ক্ষেত্রে পথচারীর সুবিধা প্রাধান্য, অযান্ত্রিক যান চলাচল ব্যবস্থা, সমন্বিত রাস্তা, যানবাহনের সংখ্যা সীমিত করিতে হইবে। গণপরিবহনভিত্তিক প্রকল্প যেমনঃ Mass Rapid Transit (MRT) ও Bus Rapid Transit (BRT) অগ্রাধিকার প্রদান ও যানজট নিরসনে সমন্বিত সড়ক, রেল ও নৌ ব্যবস্থাপনা ভিত্তিক বাস্তবমুখী ও পরিবেশবান্ধব পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

৩.১৬.৮ দেশের গুরুত্বপূর্ণ সড়কসমূহকে নির্ধারিত মানদণ্ডের ভিত্তিতে আঞ্চলিক মহাসড়ক ও জাতীয় মহাসড়কে রূপান্তর করা হবে। সড়ক পরিবহন ও ট্রাফিক সম্পর্কিত আইন হালনাগাদকরণ, সংশোধন, নিয়ন্ত্রণ এবং সড়কে যানবাহন ও অন্যান্যের চলাচল সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ে সড়ক পরিবহন ও ট্রাফিক আইন ২০১৩ প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

৩.১৬.৯ শহরাঞ্চলে বিশেষ করিয়া মহানগরীর যানজট ও পরিবেশ দূষণ রোধে নৌ-রেল-সড়ক পথের সমন্বয়ে উপযুক্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে।

৩.১৬.১০ যানবাহন কর্তৃক বায়ুদূষণ রোধকল্পে EURO-5 (for light vehicle) এবং EURO-V (for heavy vehicle) standard vehicle/engine আমদানি ও ব্যবহারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.১৬.১১ বায়ুমণ্ডলে কার্বন নি:সরণ কমাইবার লক্ষ্যে একক বাহনের পরিবর্তে গণপরিবহন ব্যবহার বৃদ্ধি করিতে হইবে।

৩.১৭ প্রতিবেশবান্ধব পর্যটন (Ecotourism)

জীববৈচিত্র্য ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ কিছু কিছু প্রতিবেশগত এলাকা যেমনঃ প্রবাল দ্বীপ, প্যারাবন, হাওর, সমুদ্র সৈকত, ইত্যাদি দেশী-বিদেশী পর্যটকদের আকর্ষণ করিতেছে এবং এই সকল এলাকায় পর্যটকদের আগমণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ধারণক্ষমতার বাহিরে পর্যটক আগমনের ফলে এই সকল এলাকার প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য হুমকিতে পড়িয়াছে। প্রতিবেশ, ভূমির বন্ধুরতা (landscape) পানি প্রবাহের ধারা পরিবর্তন ও বন্য প্রাণিকূলকে বিরক্ত না করিয়া ও উদ্ভিদ শ্রেণীকে অক্ষুণ্ন রাখিয়া প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের সৌন্দর্য্য আস্বাদন করিবার লক্ষ্যে প্রচলিত পর্যটনের বিরূপ প্রভাব এড়াইয়া প্রতিবেশবান্ধব পর্যটন প্রচলন করা যাইতে পারে। এই সকল এলাকায় প্রতিবেশবান্ধব পর্যটন প্রচলনের লক্ষ্যে এই নীতি হইবে নিম্নরূপঃ

৩.১৭.১ পর্যটননীতি, পরিকল্পনা ও সকল কার্যক্রমে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

৩.১৭.২ প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা এবং রক্ষিত এলাকাসহ সকল ধরনের সংরক্ষিত এলাকার ক্ষেত্রে বহন ক্ষমতা (carrying capacity) নিরূপণ, আর্থিক মূল্যায়ন (economic valuation) ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (Conservation Management Plan-CMP) প্রণয়নপূর্বক জনপ্রিয় পর্যটন এলাকায় প্রতিবেশবান্ধব পর্যটন (Ecotourism) নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.১৭.৩ পরিবেশগত ও প্রতিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় সময় সময় কোন কোন জনপ্রিয় পর্যটন এলাকায় পর্যটন নিষিদ্ধ অথবা সীমিত করিতে হইবে।

৩.১৭.৪ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণপূর্বক প্রতিবেশবান্ধব পর্যটন শিল্প স্থাপন উৎসাহিত করিতে হইবে।

৩.১৭.৫ বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, বন অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর ও পরিবেশ অধিদপ্তর যৌথভাবে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করিবে।

৩.১৮ জনসংখ্যা

দেশের ভূমির পরিমাণের (Landmass) সাথে জনসংখ্যার সামঞ্জস্য থাকা একান্ত প্রয়োজন। কারণ জনসংখ্যার মৌলিক ও অন্যান্য চাহিদা পূরণের উপকরণ পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও প্রতিবেশ (ecosystem) হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে প্রাকৃতিক সম্পদ ও প্রতিবেশের উপর চাপ বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থা পরিহারের জন্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণসহ সম্ভাব্য সকল কার্যক্রম গ্রহণ করিবার ক্ষেত্রে এই নীতি হইবে নিম্নরূপঃ

৩.১৮.১ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর উদ্যোগ এবং প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে। এই লক্ষ্যে এক সন্তানের পরিবারকে বিভিন্ন সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহিত করিতে হইবে।

৩.৭.২ পরিবেশ সচেতন দক্ষ জনশক্তির উন্নয়ন এবং উহার সমন্বিত ও সুপরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.৭.৩ সরকারের জনসংখ্যা নীতি ও কার্যকলাপে পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নমূলক ধারণা সম্পৃক্ত করিতে হইবে।

৩.৭.৪ উন্নয়নমূলক কাজে মহিলা ও বেকার জনশক্তির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.৭.৫ অধিক মূল্য সংযোজন (value addition) ও টেকসই উন্নয়নে জনসংখ্যার অধিক ব্যবহার করিতে হইবে তবে স্বাস্থ্যঝুঁকি এড়াইবার লক্ষ্যে দূষণ সৃষ্টিকারী উৎপাদন ব্যবস্থায় যান্ত্রিক পদ্ধতি (machanised approach) গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.৭.৬ কৃষি/শিল্পোৎপাদনসহ সকল ক্ষেত্রে জনশক্তির সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার এবং শ্রমের ন্যায়সঙ্গত মূল্য প্রদান ও জনশক্তি রপ্তানি করিতে হইবে।

৩.৭.৭ নগর ও গ্রামাঞ্চলে সুষম অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে জনসংখ্যার ঘনত্ব ও বিস্তারে ভারসাম্য আনিতে হইবে।

৩.১৯ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা

জলবায়ু পরিবর্তন একটি বাস্তবতা। বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে বাংলাদেশ সবচেয়ে নাজুক অবস্থায় রহিয়াছে। জলবায়ূ পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশের মানুষের বিশেষতঃ উপকূলীয় এলাকার জনসাধারণের জীবন ও জীবিকা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। জলবায়ু পরিবর্তনে দায়ী না হইয়াও ইহার বিরূপ প্রভাবের শিকার হইতেছে বাংলাদেশ। ইহার কারণে বাংলাদেশের ব্যাপক এলাকা পানিতে নিমজ্জিত হইবে এবং বাংলাদেশের মানুষের জীবন ও জীবিকা দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিগ্রস্থ হইবে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় এই নীতি হইবে নিম্নরূপঃ

৩.১৯.১ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলার জন্য গৃহীত বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল এবং কর্মপরিকল্পনা বাস্তাবায়নের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন মহাপরিকল্পনা (Climate Change Masterplan) প্রস্তুত এবং বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

৩.১৯.২ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমনঃ কৃষি, পানিসম্পদ, বনভূমি, জনস্বাস্থ্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, উপকূলীয় এলাকা, অবকাঠামো ইত্যাদির বিপদাপন্নতা নিরূপণ (vulnerability assessment) করিতে হইবে। প্রয়োজনীয় অভিযোজন/প্রশমন (adaptation/mitigation) ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিতে হইবে এবং এই ক্ষেত্রে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা লাভের প্রচেষ্টা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.১৯.৩ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) এর "সার্বজনীন কিন্তু বিভিন্ন দেশের পৃথক দায়িত্ব বিভাজন" (Common but differentiated responsibilities of different countries) নীতির ভিত্তিতে সকল পক্ষের সাথে কাজ করিতে হইবে।

৩.১৯.৪ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুত জনগণের (climate induced displacement/climate migrants) পুনর্বাসনের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যথোপযুক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.১৯.৫ একটি জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধ, প্রশমন ও এই পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট বিরূপ পরিস্থিতিতে টিকিয়া থাকিবার জন্য অভিযোজনমূলক নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

৩.১৯.৬ গ্রীন হাউজ গ্যাস উৎপাদক সকল প্রকার অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন কার্যক্রম যথাঃ শিল্পায়ন, উৎপাদন, পরিবহন, নগরায়ন, আধুনিকায়ন, জ্বালানী, শিক্ষা, বাণিজ্য, বিনোদন ইত্যাদির ক্ষেত্রে গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমণের মাত্রা সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখিতে হইবে।

৩.১৯.৭ জলবায়ু ও দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষম কৃষি-খাদ্য-পানীয়-শিল্প-গৃহায়ন-পরিবহন-জ্বালানী-শিক্ষা-স্বাস্থ্য উৎপাদন, আহরণ, পরিচালনা, ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.১৯.৮ বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন্য দায়ী দেশসমূহের নিকট হইতে পর্যাপ্ত আর্থিক-কারিগরি-বৈষয়িক ক্ষতিপূরণ আদায় এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল জলবায়ু শরণার্থীদের জন্য বিদেশে অভিবাসন লাভ নিশ্চিত করিতে কার্যকর প্রচেষ্টা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.১৯.৯ গ্রীন হাউজ গ্যাস উৎপাদক উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের গ্রীন হাউজ গ্যাস উৎপাদন কার্যক্রম হ্রাসে অনতিবিলম্বে আন্তজার্তিক প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ ও সহায়তা প্রদান করিতে হইবে।

৩.১৯.১০ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় জাতিসংঘের নেতৃত্বে বর্তমান বৈশ্বিক উদ্যোগ অব্যাহত রাখিতে হইবে, জোরদার করিতে হইবে, ন্যায় ও ন্যায্যতাভিত্তিক করিতে হইবে। জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার সকল দরিদ্র, স্বল্পোন্নত রাষ্ট্র ও দ্বীপদেশগুলোর ধনীদেশসমূহ হইতে প্রাপ্য 'সহায়তা' নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখিতে হইবে।

৩.১৯.১১ Clean Development Mechanism-CDM সংক্রান্ত কার্যক্রম যেমন Carbon Trading বাস্তবায়ন জোরদার করিতে হইবে।

৩.২০ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ একটি দুর্যোগ প্রবণ দেশ। বাংলাদেশের মানুষ প্রতি বৎসর প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট নানাবিধ দুর্যোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। অপর দিকে অপরিকল্পিত অবকাঠামো উন্নয়নের কারণে মানব সুষ্ট দুর্যোগও দিন দিন বাড়িতেছে। সকল প্রকার দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য সরকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ প্রণয়ন করিয়াছে এবং কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোকে একিভূত করিয়া দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর গঠন করিয়াছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় এই নীতি হইবে নিম্নরূপঃ

৩.২০.১ দুর্যোগের কারণে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার সকল স্তরে দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস করিবার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। এইজন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা বিশেষ করিয়া অবকাঠামোগত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের সময় ঝুঁকি চিহ্নিত করিয়া তাহা প্রশমন ও হ্রাসের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.২০.২ প্রত্যেক শিল্প কারখানা ও প্রকল্পের পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও আপদকালীন পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

৩.২০.৩ বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে সৃষ্ট সম্ভাব্য দুর্যোগসমূহ চিহ্নিতপূর্বক তাহা হ্রাস ও অভিযোজন কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.২০.৪ বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে সৃষ্ট সম্ভাব্য দুর্যোগসমূহ হ্রাস ও অভিযোজন কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে দেশে দক্ষ ও দুর্যোগ সমবেদনশীল জনগোষ্ঠী গড়িয়া তুলিতে হইবে।

৩.২০.৫ সম্ভাব্য সকল দুর্যোগের কারণ ও সম্ভাব্য এলাকা চিহ্নিতকরণপূর্বক সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তাহা বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

৩.২০.৬ বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে সৃষ্ট সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রকল্প গ্রহণ করিতে হইবে এবং তাহা বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক সহায়তা প্রাপ্তির উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.২০.৭ দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার করিবোর জন্য ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাকে সাময়িকভাবে সংরক্ষিত এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করিয়া পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৩.২০.৮ দুর্যোগ এড়ানো বা ক্ষতি নিম্নতম পর্যায়ে রাখিতে যথাসময়ে দুর্যোগের পূর্বাভাস প্রচার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৩.২০.৯ দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করিতে হইবে।

৩.২১ বিজ্ঞান, গবেষণা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (Science, Research, Information and Communication Technologies)

পরিবেশগত মানমাত্রা (Environmental Quality Standard) নির্ধারণ/উন্নয়ন/সম্প্রসারণ পরিবেশ দূষণ পরিমাপ, মনিটরিং, দূষণ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে তথ্য ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন, বিজ্ঞান ভিত্তিক গবেষণা একান্ত প্রয়োজন। এই লক্ষ্য অর্জন করিবার জন্য এই নীতি হইবে নিম্নরূপঃ

৩.২১.১ পরিবেশ বিষয়ে মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণা জোরদার করিতে হইবে।

৩.২১.২ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতির আওতায় পরিবেশ দূষণ তদারক ও নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

৩.২১.৩ পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সকল জাতীয় সম্পদের দীর্ঘমেয়াদী, টেকসই ও পরিবেশসম্মত ব্যবহার নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় গবেষণা পরিচালনা এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবনে উৎসাহিত করিতে হইবে। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতির আওতায় গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার হিসাবে চিহ্নিত ক্ষেত্রসমূহে পরিবেশগত বিবেচনা অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

৩.২১.৪ সকল গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানে গবেষণা ক্ষেত্রসমূহে পরিবেশগত দিক বিবেচনার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.২১.৫ Clean Technology হস্তান্তর, বাণিজ্যিকীকরণ, গবেষণা ও উন্নয়ন উৎসাহিত করিতে হইবে।

৩.২১.৬ পরিবেশ বিজ্ঞান ও গবেষণার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করিয়া যৌথ কার্যক্রমকে প্রাধান্য ও জোরদার করিতে হইবে।

৩.২১.৭ পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনায় ভৌগোলিক তথ্য পদ্ধতি (Geographic Information System-GIS) ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া (Decision Support System-DSS) প্রবর্তন করিতে হইবে।

৩.২১.৮ দেশজ ও আন্তর্জাতিক পরিবেশবান্ধব উন্নয়নমূলক প্রযুক্তিসমূহের প্রয়োজনমত আহরণ, দেশীয় উৎপাদন এবং নগরায়ন, আধুনিকায়ন, পরিমার্জন, শিল্পায়ন, পরিবহন, জ্বালানী, শিক্ষা, বাণিজ্য, বিনোদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনামূলক কার্যক্রমে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি প্রয়োগ নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.২২ অন্যান্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ

দৃশ্যমান দূষণের বাহিরেও আরও নানাবিধ দূষণ রহিয়াছে যেইগুলি জনস্বাস্থ্যসহ প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষতি করিয়া থাকে। এই সকল দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্তে এই নীতি হইবে নিম্নরূপঃ

৩.২২.১ শব্দ ও অণুকম্পন জনিত দূষণ (sound and vibration) রোধ করিতে হইবে।

৩.২২.২ তেজক্রিয় বিকিরণ জনিত দূষণ (radiation pollution) রোধ করিতে হইবে।

৩.২২.৩ সকল প্রকার তাপীয় দূষণ (thermal pollution) রোধ করিতে হইবে।

৩.২২.৪ আলোক দূষণ (photo/lighting pollution) রোধ করিতে হইবে।

৩.২২.৫ গৃহ অভ্যন্তরীণ দূষণ (indoor pollution) রোধ করিতে হইবে।

৩.২৩ অর্থনৈতিক উন্নয়ন

টেকসই পরিবেশ ও প্রতিবেশ, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সবুজ উন্নয়ন (Green Economy) বলা হইয়া থাকে। শিল্পে নিম্নমাত্রায় কার্বন ও বর্জ্য উৎপাদক কর্মকাণ্ড প্রচলনের মাধ্যমে সবুজ পণ্য (Green Product) উৎপাদনের পাশাপাশি পরিবেশ ও প্রতিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ এবং নায্যতার ভিত্তিতে আর্থসামাজিক উন্নয়ন বিকশিত করিবার মাধ্যমে অর্থনীতির সবুজায়ন করা যাইতে পারে। সবুজ অর্থনীতি এবং কাজের সবুজায়নের ক্ষেত্রে এই নীতি হইবে নিম্নরূপঃ

৩.২৩.১ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিঘ্নিত না করিয়া সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে কার্বন উৎপাদন যথাসম্ভব নিম্ন পর্যায়ে রাখিতে হইবে।

৩.২৩.২ যে সকল সেক্টরে কার্বন উৎপাদন কম সেই সকল সেক্টরে জনসংখ্যার ব্যবহার বৃদ্ধি করিতে হইবে।

৩.২৩.৩ অধিক মাত্রায় সবুজ কাজ (Green Job) সৃষ্টি করিতে হইবে।

৩.২৩.৪ গৃহস্থলি, কৃষিজকাজ ও শিল্পসহ সকল ক্ষেত্রে জ্বালানী সাশ্রয়ী এবং কম কার্বন উৎপাদক প্রযুক্তি ব্যবহার করিতে হইবে।

৩.২৩.৫ আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

৩.২৩.৬ বর্জ্য থেকে শক্তি উৎপাদন (Waste to Energy) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জৈবসার উৎপাদন কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.২৩.৭ অর্থনৈতিক উন্নয়ন এমনভাবে করিতে হইবে যাহাতে পরিবেশ ও প্রতিবেশের অবক্ষয় না হয় এবং পরিবেশ ও প্রতিবেশের উৎপাদনশীলতা হ্রাস না পায় অর্থাৎ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যেন প্রকৃত (Net) প্রবৃদ্ধি হয়।

৩.২৩.৮ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণায় পরিবেশ ও প্রতিবেশের অর্থনৈতিক মূল্যমান (Economic Valuation) বিবেচনা করিতে হইবে।

৪। আইনগত কাঠামো

৪.১ পরিবেশ, প্রতিবেশ ও সম্পদ সংরক্ষণ এবং দূষণ ও অবক্ষয় নিয়ন্ত্রণের সহিত সম্পর্কিত সকল আইন প্রয়োজনমত সংশোধনপূর্বক যুগোপযোগীকরণ এবং ইতোমধ্যে সংশোধিত পরিবেশ আইন ও পরিবেশ আদালত আইনের যথাযথ ও ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ

৪.২ পরিবেশ দূষণ ও অবক্ষয়মূলক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য এই নীতির আলোকে প্রয়োজনীয় সকল ক্ষেত্রে আইন সংশোধন

৪.৩ প্রাসঙ্গিক সকল আইনের বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন নিশ্চিতকরণ এবং এতদসম্পর্কে ব্যাপক গণ-সচেতনতা সৃষ্টিকরণ

৪.৪ পরিবেশ সংক্রান্ত যেই সকল আন্তর্জাতিক আইন/কনভেনশন/প্রটোকল বাংলাদেশ কর্তৃক অনুমোদনযোগ্য তাহা অনুমোদনকরণ এবং ঐ সকল আইন/কনভেনশন/প্রটোকলের বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রচলিত আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন/পরিবর্তন সাধন

৫। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

৫.১ সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর জাতীয় পরিবেশ নীতি বাস্তবায়ন করিবে এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এই নীতি বাস্তবায়নের কাজ সমন্বয় করিবে।

৫.২ সরকার প্রধানের সভাপতিত্বে গঠিত জাতীয় পরিবেশ কমিটি এই নীতি বাস্তবায়নের কাজে সার্বিক দিক-নির্দেশনা প্রদান করিবে।

৫.৩ ভবিষ্যতে দেশের পরিবেশগত অবস্থা এবং আর্থ-সামাজিক ও অন্যান্য প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর অন্তর এই নীতি যথাযথভাবে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় রিভিউ করিবে।

৫.৪ পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবেশ সম্পর্কিত সকল আইন, নিয়ম-নীতি, আদালতের নির্দেশনা, সরকারি নির্দেশ যথাযথ, দ্রুত প্রয়োগ ও উন্নয়ন নিশ্চিত করিবে।

পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত বাস্তবায়ন কার্যক্রম

জাতীয় পরিবেশ নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন এবং গৃহীত বিভিন্ন নীতি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে একটি সুনির্দিষ্ট কার্য-পরিকল্পনা থাকা অপরিহার্য্য। নিম্নে এতদসংক্রান্ত কার্য-পরিকল্পনা খাতওয়ারী সুপারিশ করা হইলঃ

ক্রমিক সংখ্যা	খাত	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১।	**ভূমি**		
	১.১	ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা এবং শস্য উপযোগিতা শ্রেণি বিন্যাস (Land capability and Crop suitability classification) এর ভিত্তিতে ভূমির যথাযথ ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার নিরিখে কৃষি কার্য, মৎস্য চাষ ও পশুসম্পদ পালন, বনায়ন, শিল্পায়ন, নগরায়ন ও গৃহায়নমূলক সুবিধা ইত্যাদিতে ব্যবহার সংক্রান্ত তুলনামূলক ও অগ্রাধিকার ভিত্তিক একটি পরিবেশ সম্মত জাতীয় ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	১। ভূমি মন্ত্রণালয় ২। কৃষি মন্ত্রণালয় ৩। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ৪। শিল্প মন্ত্রণালয় ৫। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ৬। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রাণালয় ৭। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৮। বন অধিদপ্তর ৯। পরিবেশ অধিদপ্তর ১০। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ১১। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইন্সটিটিউট ১২। স্থানীয় সরকার বিভাগ ১৩। পরিকল্পনা কমিশন
	১.২	দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ভূমি ক্ষয়রোধ, লবণাক্ততার জন্য ভূমি অবক্ষয় রোধ, উর্বরতা সংরক্ষণ, ভূমি পুনরুদ্ধার, উপকূলীয় অঞ্চলের ভূমি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ইত্যাদির উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন	১। ভূমি মন্ত্রণালয় ২। কৃষি মন্ত্রণালয় ৩। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ৪। মৎস্য ও প্রানিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৫। বন অধিদপ্তর ৬। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইন্সটিটিউট ৭। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ৮। পরিকল্পনা কমিশন
	১.৩	পাহাড়ী অঞ্চলে মাটি কাটিয়া সমান করা, মাটি খোদাই ও অপসারণ করিয়া কোন এলাকার ভূমির প্রাকৃতিক অবস্থা (Landscape) বিনষ্ট করা, পাহাড় হইতে যথেচ্ছভাবে মাটি ও পাথর আহরণ করিয়া প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টির কার্যক্রম বন্ধের ব্যবস্থা গ্রহণ; ওয়াটারশেড ব্যবস্থাপনাকে অগ্রাধিকার প্রদান	১। স্থানীয় সরকার বিভাগ ২। যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ৩। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ৪। ভূমি মন্ত্রণালয় ৫। কৃষি মন্ত্রণালয় ৬। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ৭। পরিবেশ অধিদপ্তর
	১.৪	পরিকল্পিত ভূমি ব্যবহার নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে যথাযথ ভূমি ব্যবহার আইন প্রণয়ন ও কার্যকরভাবে উহার সুষ্ঠু প্রয়োগ	১। ভুমি মন্ত্রণালয় ২। কৃষি মন্ত্রণালয়

ক্রমিক সংখ্যা	খাত	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
		নিশ্চিতকরণ	৩। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ৪। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ৫। শিল্প মন্ত্রণালয় ৬। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ৭। স্থানীয় সরকার বিভাগ ৮। যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ৯। রেলপথ মন্ত্রণালয়
	১.৫	যাহাদের নিকট হইতে ভূমি অধিগ্রহণ করা হয় অথবা যাহারা ভূমি ক্ষয় ও অবনয়নে ক্ষতিগ্রস্থ হয় তাহাদের জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাকরণ	১। ভুমি মন্ত্রণালয় ২। জেলা প্রশাসন ৩। সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা ৪। পরিকল্পনা কমিশন
	১.৬	দেশের উত্তরাঞ্চলে মরুময়তার বিস্তার, ভূমি পুনঃরুদ্ধার, ভূমি ক্ষয়রোধ, ভূমি অবক্ষয় রোধ, ভূমির বহুবিধ ব্যবহার, উপকূল অঞ্চলের ভূমি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, ওয়াটারশেড এলাকার অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে নিয়মিত মনিটরিং/জরিপ ও গবেষণা কাজ পরিচালন, মরুময়তার বিস্তার রোধে বিশেষ ও সমন্বিত ভূমি সংরক্ষণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন	১। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২। কৃষি মন্ত্রণালয় ৩। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ৪। ভুমি মন্ত্রণালয় ৫। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইন্সটিটিউট ৬। সার্ভে অব বাংলাদেশ ৭। স্পারসো ৮। বন অধিদপ্তর ৯। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ১০। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ১১। বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ১২। পরিবেশ অধিদপ্তর ১৩। পরিকল্পনা কমিশন
	১.৭	সরকারি সম্পদ (common property) যেমনঃ নদী-নালা, খালবিল, হাওর-বাওড়, জলাশয়, জলাভূমি, পুকুর, ইত্যাদি খাস সম্পদ চিহ্নিত করিয়া সংরক্ষণ করিতে হইবে অর্থাৎ ইহাদের শ্রেণি পরিবর্তন করা যাইবে না। পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণের আলোকে সরকারি সম্পদ ব্যবস্থাপনা করিবার জন্য Common Property Act প্রণয়ন করিতে হইবে।	১। ভূমি মন্ত্রণালয় ২। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ৩। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ৪। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৫। বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়নবোর্ড
২।	**পানি সম্পদ**		
	২.১	পানি সম্পদ উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে গৃহীত প্রকল্পগুলির পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া নিরূপণের জন্য জরুরিভিত্তিতে পরিবেশগত নিরীক্ষা (Environmental audit) পরিচালনা এবং ঐ নিরীক্ষার ভিত্তিতে পরিবেশগত বিরূপ প্রতিক্রিয়া চিহ্নিত করিয়া তদনুযায়ী প্রকল্প সংশোধন ও পরিবেশগত অবনতি রোধ ও দূষণ রোধে পদক্ষেপ	১। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ৩। ওয়ারপো (WARPO) ৪। স্থানীয় সরকার বিভাগ ৫। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল

ক্রমিক সংখ্যা	খাত	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
		গ্রহণ	অধিদপ্তর ৬। কৃষি মন্ত্রণালয় ৭। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ৮। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ৯। পরিবেশ অধিদপ্তর ১০। পরিকল্পনা কমিশন
	২.২	সকল প্রস্তাবিত ও নূতন প্রকল্পে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের (ই আই এ) ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্তকরণ এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের সময় এতদসংক্রান্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়া নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম যেমন পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ই এম পি) প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও বিনিয়োগ অন্তর্ভুক্তকরণ	১। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ৩। ওয়ারপো (WARPO) ৪। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ৫। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ৬। কৃষি মন্ত্রণালয় ৭। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ৮। স্থানীয় সরকার বিভাগ ৯। পরিবেশ অধিদপ্তর ১০। পরিকল্পনা কমিশন
	২.৩	দেশের নদ-নদী, খাল-বিল ও অন্য যে কোন জলাশয়ে গৃহ ও শিল্পজাত বা অন্য কোন প্রকার দূষিত বর্জ্য যাহাতে পরিশোধনের পূর্বে ফেলা না হয় তাহা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ	১। শিল্প মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ৩। কৃষি মন্ত্রণালয় ৪। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ৫। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ৬। পরিবেশ অধিদপ্তর ৭। বিনিয়োগ বোর্ড ৮। সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান ৯। বস্ত্র অধিদপ্তর ১০। সকল ওয়াসা ১১। সকল সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা ১২। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ১৩। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা ১৪। বিসিআইসি (BCIC)
	২.৪	নদ-নদী, খাল-বিল ও অন্যান্য সকল প্রকার জলাশয় খননের মাধ্যমে উহাদের নাব্যতা সৃষ্টি ও ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার প্রকল্প গ্রহণ; শুকাইয়া যাওয়া বা একেবারে শুষ্ক কোন নদী-নালা-খালে চাষাবাদ বা অবকাঠামো নির্মাণ করিবার জন্য বন্দোবস্ত প্রদান না করিয়া এইসব জলাধার পুনরুজ্জীবন করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ	১। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ২। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ ৩। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ৪। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

ক্রমিক সংখ্যা	খাত	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
			৫। ওয়ারপো (WARPO) ৬। নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট ৭। ভূমি মন্ত্রণালয় ৮।জেলা প্রশাসন ৯। পরিকল্পনা কমিশন
	২.৫	জাতীয় উদ্যোগের সহিত আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সম্পৃক্ত করিবার মাধ্যমে দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ, মরু প্রবণতা ও লবণাক্ততা বৃদ্ধি রোধের স্থায়ী ব্যবস্থা জোরদারকরণ	১। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ৩। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ৪। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ৫। কৃষি মন্ত্রণালয় ৬। আবহাওয়া অধিদপ্তর ৭। পরিকল্পনা কমিশন
	২.৬	বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড যেমন সেচ প্রকল্প, রাস্তাঘাট, বাঁধ ইত্যাদি নির্মাণের ফলে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা যাহাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয় এবং প্রাকৃতিক জলাশয়গুলির গতি ও স্রোত যাহাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয় ইত্যাদিসহ অন্যান্য পরিবেশগত দিকের প্রতি দৃষ্টিদানপূর্বক বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ	১। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২। স্থানীয় সরকার বিভাগ ৩। যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ৪। রেলপথ মন্ত্রণালয় ৫। কৃষি মন্ত্রণালয় ৬। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ৭। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ৮। সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তর ৯। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ১০। পরিকল্পনা কমিশন
	২.৭	প্লাবনভূমির শস্য উৎপাদনকে বিঘ্নিত না করিয়া মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ এবং মৎস্য ও জলজ জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ করার জন্য সেচ-বন্যা নিয়ন্ত্রণ-নিষ্কাশন প্রকল্পের কারণে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়া নদী ও নদীর প্লাবনভূমিকে পুনরায় সংযুক্তকরণ (Reestablishment of connectivity between rivers and their floodplains)	১। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৩। স্থানীয় সরকার বিভাগ ৩। কৃষি মন্ত্রণালয় ৪। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ৬। মৎস্য অধিদপ্তর ৭। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ৮। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ৯। পরিকল্পনা কমিশন
	২.৮	দেশের যেই সকল অঞ্চলে ভূ-গর্ভস্থ পানিস্তর গ্রহণযোগ্য সীমার নীচে নামিয়া গিয়াছে সেই সকল এলাকার পানিস্তর যথাযথ পর্যায়ে উন্নীত করিবার জন্য বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ এবং বর্তমানে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানিস্তর যাহাতে আরও নীচে নামিয়া না	১। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২। স্থানীয় সরকার বিভাগ ৩। কৃষি মন্ত্রণালয় ৪। বিদ্যুৎ বিভাগ

ক্রমিক সংখ্যা	খাত	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
		যায় তাহা রোধকরণ	৫। শিল্প মন্ত্রণালয় ৬। বাংলাদেশ পানি উন্নয়নবোর্ড ৭। ওয়াসাসমূহ ৮। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ৯। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ১০। বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ১১। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়নবোর্ড (underground water used for cooling in powerplants) ১২। পরিকল্পনা কমিশন
	২.৯	পানি দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ। বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং বন্যার পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহারের উপযুক্ত ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা এবং পানি সম্পদের টেকসই উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ	১। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২। স্থানীয় সরকার বিভাগ ৩। কৃষি মন্ত্রণালয় ৪। বিদ্যুৎ বিভাগ ৫। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ৬। ওয়ারপো ৭। ওয়াসাসমূহ ৮। বরেন্দ্র বহুমূখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ৯। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা ১০। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়নবোর্ড (underground water used for cooling by powerplants) ১১। পরিকল্পনা কমিশন
	২.১০	পানি উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরবর্তী সময়ে যথাযথ পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স) নিশ্চিতকরণ এবং পরিবেশের উপর এই সকল প্রকল্পের প্রভাব নিয়মিত মনিটরকরণ এবং কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেলে উহা সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ	১। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২। কৃষি মন্ত্রণালয় ৩। স্থানীয় সরকার বিভাগ ৪। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ৫। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ৬। ওয়ারপো ৭। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা

ক্রমিক সংখ্যা	খাত	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
			৮। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ৯। পরিবেশ অধিদপ্তর ১০। পরিকল্পনা কমিশন
	২.১১	পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার সহিত জড়িত সকল সংস্থায় পরিবেশ কোষ গঠন	১। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা
	২.১২	নদ-নদী ও উহাদের গতি পরিবর্তন, জলাভূমি ও জলাশয়ের অবস্থান ও আয়তন ইত্যাদি সম্পর্কে নিয়মিত জরিপ, মনিটরিং ও গবেষণা কাজ পরিচালন এবং GIS-based তথ্যভাণ্ডার প্রস্তুতকরণ	১। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ৩। ওয়ারপো ৪। বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়নবোর্ড ৫। সার্ভে অব বাংলাদেশ ৬। নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট ৭। নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় ৮। বিআইডব্লিউটিএ ৯। স্পারসো ১০। সিইজিআইএস
৩।	**বায়ু**		
	৩.১	বায়ুর মানমাত্রা নির্ধারণ এবং হালনাগাদকরণ; বায়ুমান মনিটরিং ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা এবং বায়ুমান সূচক (Air Quality Index) নির্ধারণ করা	১। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ অধিদপ্তর ৩। বিআরটিএ ৪। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ৫। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর
	৩.২	উন্নত প্রযুক্তির মান সম্পন্ন যানবাহন উৎপাদন/আমদানি করা	১। যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ২। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৩।নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ৪। বিআরটিএ ৫। বিআইডব্লিউটিসি
	৩.৩	শিল্প কারখানা এবং যানবাহনসহ সকল ক্ষেত্রে জ্বালানীর গুণগত মান নির্ধারণ ও জ্বালানী দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ	১। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ২। শিল্প মন্ত্রণালয় ৩। এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন ৪। বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন ৫। বিআরটিএ ৬। বিএসটিআই
	৩.৪	সকল ক্ষেত্রে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী ও গ্রীনহাউস গ্যাসের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ/পরিহার করা	১। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২। শিল্প মন্ত্রণালয় ৩। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৪। পরিবেশ অধিদপ্তর

ক্রমিক সংখ্যা	খাত	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	৩.৫	যানবাহনের ফিটনেস সনদ গ্রহণ, হালনাগাধকরণ এবং প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে নির্গমণ কর (Emission tax) নির্ধারণ	১। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২। যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ৩। অর্থ মন্ত্রণালয় ৪।নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ৫। পরিবেশ অধিদপ্তর ৬। বিআরটিএ ৭। বিআইডব্লিউটিসি ৮। পুলিশ প্রশাসন
	৩.৬	বায়ু দূষণরোধে যে কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন, সমীক্ষা পরিচালন, অবকাঠামো নির্মাণ ও নির্মাণ সামগ্রীসহ বায়ু দূষণকারী যে কোন পদার্থ উৎপাদন, সংরক্ষণ, পরিবহন এবং লোডিং-আনলোডিং এর ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ	১। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ২। বিআরটিএ ৩। বিআইডব্লিউটিসি ৪। পরিবেশ অধিদপ্তর
৪।	**খাদ্য, সুপেয় পানি ও পানীয় দ্রব্য**		
	৪.১	খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যে ভেজাল মিশানোকে একটি গুরুতর অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করিয়া বর্তমান আইন সংশোধনপূর্বক এইরূপ কার্যকলাপ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ; খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের মান নিয়মিত ভাবে মনিটরিং করা	১। খাদ্য মন্ত্রণালয় ২। স্থানীয় সরকার বিভাগ ৩। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৪। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৫। শিল্প মন্ত্রণালয় ৬। বিএসটিআই ৭। খাদ্য অধিদপ্তর ৮। বাংলাদেশ ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ৯। পরিবেশ অধিদপ্তর
	৪.২	ফলমূল, সব্জি চাষের ক্ষেত্রে এবং খাদ্য সংরক্ষণে বালাইনাশকের ব্যবহার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণকরণ ও কৃত্রিম বালাইনাশকের পরিবর্তে বিভিন্ন প্রাকৃতিক পদ্ধতি ব্যবহার করা	১। খাদ্য মন্ত্রণালয় ২। কৃষি মন্ত্রণালয় ৩। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৪। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ৫। তথ্য মন্ত্রণালয় ৬। পরিকল্পনা কমিশন ৭। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ৮। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
	৪.৩	বিদেশ হইতে শিশু খাদ্যসহ সকল প্রকার খাদ্য আমদানীর সময় খাদ্যের গুণগতমান, তেজস্ক্রিয়তা ও পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া নিরূপণের ব্যবস্থাকরণ	১। খাদ্য মন্ত্রণালয় ২। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৩। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৪। বিএসটিআই ৫। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি

ক্রমিক সংখ্যা	খাত	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
			কমিশন
	৪.৪	কৃষি জমির কৃষি বহির্ভূত কাজে ব্যবহার এবং ক্ষতিকর শস্য যেমন তামাক উৎপাদন নিরুৎসাহিত করা এবং আফিম ইত্যাদি উৎপাদন নিষিদ্ধকরণ	১। কৃষি মন্ত্রণালয় ২। খাদ্য মন্ত্রণালয় ৩। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৪। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ৪। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন সংস্থা
	৪.৬	Genetically Modified Organism (GMO)/Living Modified Organism (LMO) খাদ্যদ্রব্য আমদানী, উৎপাদন, সংরক্ষণ, বিতরণ ও বাজারজাতকরণের সকল পর্যায়ে বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা বিধিমালা ২০১২ কঠোরভাবে অনুসরণ	১। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২। কৃষি মন্ত্রণালয় ৩। খাদ্য মন্ত্রণালয় ৪। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৫। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৬। পরিবেশ অধিদপ্তর ৭। বন অধিদপ্তর ৮। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ৯। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ১০। ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অভ বায়োটেকনোলজি ১১। বিনা ১২। মুখ্য আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর
৫	**কৃষি**		
	৫.১	কৃষি ক্ষেত্রে ভূমির জৈবগুণ বৃদ্ধি, উর্বরতা সংরক্ষণ, অবক্ষয় রোধ ও টেকসই কৃষি পদ্ধতি সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে একটি মাঠভিত্তিক জাতীয় পর্যায়ের সমীক্ষা পরিচালনা এবং ইহার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ	১। কৃষি মন্ত্রণালয় ২। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল ৩। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ৪। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট ৫। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট ৬। পাট গবেষণা ইন্সটিটিউট ৭। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইন্সটিটিউট ৮। পরিবেশ অধিদপ্তর
	৫.২	জৈব কৃষি ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার প্রদানকরণ; বালাই নাশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ; যেই সকল বালাইনাশকের বিষাক্ততা পরিবেশে দীর্ঘকাল বিরাজমান থাকে এবং ক্রমাগত পুঞ্জীভূত হয় তাহাদের উৎপাদন, আমদানী ও ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা; প্রাকৃতিক বালাইনাশক ব্যবহার এবং সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালুকরণ; কীট-পতঙ্গনাশ করিবার জন্য বিভিন্ন প্রাকৃতিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা যেমনঃ পাখি, ব্যাঙ, মাছ, গুইসাপ, সাপ, কচ্ছপ, বন্যপ্রাণী	১। কৃষি মন্ত্রণালয় ২। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৩। শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ৪। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ৫। মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়

ক্রমিক সংখ্যা	খাত	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
		ইত্যাদির সংরক্ষণ, নিরাপত্তা ও প্রাকৃতিক পরিবেশে বংশ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ	৬। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ৭। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ৮। বন অধিদপ্তর ৯। পরিবেশ অধিদপ্তর ১০। মুখ্য আমদানী রপ্তানী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর ১১। জেলা প্রশাসকগণ
	৫.৩	জৈব সার ব্যবহারের উপর ক্রমবর্ধমান হারে গুরুত্ব আরোপ এবং রাসায়নিক সার ব্যবহার ক্রমান্বয়ে হ্রাসকরণ	১। কৃষি মন্ত্রণালয় ২। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ৩। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ৪। মৎস্য অধিদপ্তর
	৫.৪	বিদেশ হইতে যে কোন প্রকার বীজ, চারা ও গাছপালা আমদানীর ক্ষেত্রে যথার্থ কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থার মাধ্যমে আনা এবং সম্ভাব্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করা। আগ্রাসী প্রজাতির অনুপ্রবেশ রোধ করা; বিদেশী প্রজাতি এবং কৌলিকগতভাবে পরিবর্তিত জাত আমদানী, চাষ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে জীব নিরাপত্তা বিধিমালা অনুসরণ	১। কৃষি মন্ত্রণালয় ২। বন অধিদপ্তর ৩। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৪। মুখ্য অমদানী রপ্তানী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর ৫। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ৬। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন ৭। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ৮। পরিবেশ অধিদপ্তর
	৫.৫	এলাকা ভিত্তিক পরিবেশ উপযোগী এবং বর্ধিত জনসংখ্যা ও জাতীয় অর্থনীতির চাহিদা অনুযায়ী কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং অত্যধিক চাপের সম্মুখীন কৃষি শষ্য ও কৃষি পণ্যের বিকল্প চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ	১। কৃষি মন্ত্রণালয় ও অধিনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহ ২। খাদ্য মন্ত্রণালয়
	৫.৬	প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদির ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ; তবে অপচনশীল প্লাস্টিকের পরিবর্তে পচনশীল প্লাস্টিকের প্রচলনকরণ	১। পাট মন্ত্রণালয় ও অধিনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহ ২। শিল্প মন্ত্রণালয় ও অধিনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহ ৩। কৃষি মন্ত্রণালয় ও অধিনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহ
	৫.৭	খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার জন্য জলবায়ু পরিবর্তনজনিত পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়াইতে সক্ষম এমন কৃষিজ পদ্ধতির (Climate Change Resilience Agriculture), প্রচলনকরণ; কৃষি জমি হইতে কার্বন নিঃসরণ কমানো নিশ্চিতকরণ	**১।** কৃষি মন্ত্রণালয় এবং অধিনস্থ অধিদপ্তর ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ ২। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ৩। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ৪। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ৫। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং অধিনস্থ অধিদপ্তর ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ ৬। পরিবেশ অধিদপ্তর

ক্রমিক সংখ্যা	খাত	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
			৭। ক্লাইমেট চেইঞ্জ ট্রাস্ট
	৫.৮	শিল্পায়ন, গৃহায়ন, যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে কৃষি জমির ব্যবহার যথাসম্ভব পরিহারকরণ; ইটের বিকল্প নির্মাণসামগ্রী উৎপাদন, আমদানী ও পরিহার নিশ্চিতকরণ; এছাড়া ইট তৈরিতে কৃষিজমির উপরিভাগের মাটির বিকল্প কাঁচামাল উদ্ভাবন/ব্যবহারকরণ	১। শিল্প মন্ত্রণালয় ২। যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ৩। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ৪। কৃষি মন্ত্রণালয় ৫। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ৬। গণপূর্ত অধিদপ্তর
৬।	**স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য বিধান**		
	৬.১	পল্লী ও শহর এলাকায় বিশুদ্ধ পানির সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং কাঁচা ও ঝুলন্ত পায়খানার পরিবর্তে স্বল্প খরচের স্যানিটারি পদ্ধতির পায়খানা চালুকরণ	১। স্থানীয় সরকার বিভাগ ২। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ৩। সিটি কর্পোরেশনসমূহ ৪। পৌর প্রশাসনসমূহ ৫। সকল জেলা ও উপজেলা প্রশাসন
	৬.২	দেশের নদী-নালা, খাল-বিলসহ যে কোন জলাশয়ে শিল্প, পৌর, কৃষি ও অন্য কোন প্রকার দূষিত/ক্ষতিকারক বর্জ্য নিক্ষেপের বিষয়টিকে যথাযথ আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের মাধ্যমে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ	১। শিল্প মন্ত্রণালয় ২। কৃষি মন্ত্রণালয় ৩। পরিবেশ অধিদপ্তর ৪। স্থানীয় সরকার বিভাগ ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ (সকল সিটি কর্পোরেশন, ওয়াসা, পৌরসভা, ইত্যাদি)
	৬.৩	শহরাঞ্চলে বদ্ধগাড়ীতে রাতের বেলা ডাস্টবিন বা আবর্জনা স্তুপ হইতে বর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন এবং নির্দিষ্ট স্থানে ফেলা	১। স্থানীয় সরকার বিভাগ ২। সকল সিটি কর্পোরেশন ও পৌর কর্তৃপক্ষ
	৬.৪	বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় স্যানিটারি ল্যান্ড ফিলিং (Sanitary Land-filling) পদ্ধতি বাস্তবায়ন ও সকল সিটি কর্পোরেশন ও পৌর এলাকায় 3R (Reduce Reuse Recycle) কার্যক্রম গ্রহণ ও যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ	১। স্থানীয় সরকার বিভাগ ২। সকল সিটি কর্পোরেশন ও পৌর কর্তৃপক্ষ
	৬.৫	এক্স-রে সহ সকল তেজস্ক্রিয় পদার্থ, পারমাণবিক পদার্থ, তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পদার্থ, তেজস্ক্রিয় যন্ত্রপাতি, পারমাণবিক গবেষণা ও শক্তি চুল্লী প্রভৃতির ব্যবহার ও কার্যক্রমের ব্যবহারজনিত ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া হইতে জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষাকল্পে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ	১। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ২। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ৩। পরমাণু শক্তি কমিশন ৪। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ৫। শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়
	৬.৬	পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; স্বাস্থ্য শিক্ষা পাঠক্রমে পরিবেশ বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ	১। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ২। শিক্ষা মন্ত্রণালয়

ক্রমিক সংখ্যা	খাত	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
			৩। শিল্প মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ ৪। স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো
৭।		**অবকাঠামো নির্মাণ, গৃহায়ণ ও নগরায়ন**	
	৭.১	গৃহায়ণ ও নগরায়নের জন্য প্রস্তাবিত সকল জাতীয় আঞ্চলিক প্রকল্প ও মাস্টার প্লান প্রণয়নের পূর্বে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ)	১। গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ২। স্থানীয় সরকার বিভাগ ৩। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ৪। পরিবেশ অধিদপ্তর
	৭.২	শহরাঞ্চলে বস্তিবাসীদের জন্য পরিকল্পিত পুনর্বাসন ব্যবস্থায় পরিবেশ সম্মত ব্যবস্থাদি অন্তর্ভুক্ত করা	১। গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ২। স্থানীয় সরকার বিভাগ ৩। নগর উন্নয় কর্তৃপক্ষ ৪। পরিকল্পনা কমিশন
	৭.৩	দেশের প্রধান ও বৃহৎ শহর গুলিতে জনসংখ্যার চাপ হ্রাস এবং পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে উপশহর নির্মাণ এবং জেলা শহর ও উপজেলা শহরসমূহে উন্নত নাগরিক সুবিধাদি নিশ্চিত করা	১। গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ২। স্থানীয় সরকার বিভাগ ৩। আবাসন পরিদপ্তর ৪। পৌর কর্তৃপক্ষসমূহ ৫। নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসমূহ
	৭.৪	ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল, রংপুর প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরগুলিতে পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌরপার্ক, উদ্যান স্থাপন করে নিবিড় বনায়ন ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মসূচি দ্রুত বাস্তবায়ন	১। স্থানীয় সরকার বিভাগ ২। নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ৩। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ৪। পৌর কর্তৃপক্ষসমূহ ৫। বন অধিদপ্তর
	৭.৫	দেশের প্রধান ঘনবসতিপূর্ণ নগরগুলিতে নিবিড় ও সমন্বিত পরিবেশ উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ	১। নগর উন্নয়ন সংস্থা সমুহ ৩। গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
	৭.৬	আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প এলাকা পৃথকীকরণের জন্য Zoning করা; পরিবেশবান্ধব বিশদ আঞ্চলিক নগর পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন	১। গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ২। শিল্প মন্ত্রণালয় ৩। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ৪। ভূমি মন্ত্রণালয় ৫। নগর উন্নয়ন সংস্থাসমুহ ও পৌরকর্তৃপক্ষ ৬। স্থানীয় সরকার বিভাগ ৭। সার্ভে অভ বাংলাদেশ
	৭.৭	গৃহ ও নগরায়নের বিভিন্ন কর্মসূচিতে নিয়মিত মনিটরিং ও জরিপকার্যের ব্যবস্থা রাখা	১। গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ২। স্থানীয় সরকার বিভাগ ৩। নগর উন্নয়ন সংস্থাসমুহ ৪। পৌর কর্তৃপক্ষসমূহ ৫। স্পারসো

ক্রমিক সংখ্যা	খাত	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
			৬। সার্ভে অভ বাংলাদেশ
	৭.৮	সকল নগর এলাকায় উপযুক্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়িয়া তোলা; পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে উপযুক্ত স্যুয়ারেজ ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা; শহরের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য নগর বনায়নসহ সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ	১। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ৩। সকল সিটি কর্পোরেশন ও পৌর কর্তৃপক্ষ ৪। ওয়াসাসমূহ ৫। বন অধিদপ্তর ৬। পরিবেশ অধিদপ্তর
৮	**শিক্ষা ও গণ-সচেতনতা**		
	৮.১	পরিবেশ সংক্রান্ত গণ-সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি দীর্ঘ মেয়াদী সমন্বিত প্রকল্প প্রণয়ন, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এই প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন; ইহাতে তথ্য, শিক্ষা প্রভৃতি মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহায়তা প্রদান	১। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৩। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ৪। তথ্য মন্ত্রণালয় ৫। পরিকল্পনা কমিশন ৬। পরিবেশ অধিদপ্তর
	৮.২	প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের সকল পর্যায়ে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়াদি পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা	১। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ৩। পরিবেশ অধিদপ্তর
	৮.৩	গণসচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগে মসজিদের ইমাম এবং স্কুল কলেজের শিক্ষকবৃন্দসহ সকল প্রকার ধর্মীয় এবং সামাজিক নেতৃবৃন্দ বিশেষত স্বেচ্চাসেবী সংগঠনসমূহের নেতৃবৃন্দকে সম্পৃক্তকরণ	১। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২। ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ৪। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৫। স্থানীয় সরকার বিভাগ
	৮.৪	সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিবেশ দূষণরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ, শিক্ষাঙ্গনে বনায়ন, পরিবেশ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী প্রতিষ্ঠানকে প্রণোদনা/সম্মাননা প্রদান	১। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ৩। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ৪। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
৯।	**বন**		
	৯.১	বর্তমান বনজসম্পদ সংরক্ষণ, বন নিধন প্রতিরোধ ও ব্যাপকভাবে নতুন বনায়ন; সরকারি বনভূমি হিসাবে চিহ্নিত এলাকা বৃক্ষাচ্ছাদিত করিবার কাজ ত্বরান্বিত করা	১। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২। বন অধিদপ্তর ৩। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ৪। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ
	৯.২	সকল বিভাগীয় উন্নয়ন প্রকল্পে বনায়ন কর্মসূচি অন্তর্ভুক্তরণের বিষয়ে সরকারি সিদ্ধান্তের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা; উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ের সকল বনায়ন কর্মসূচিতে মহিলাদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ	১। পরিকল্পনা কমিশন ২। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ৩। বন অধিদপ্তর ৪। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

ক্রমিক সংখ্যা	খাত	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
			৫। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ৬। বালাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ৭। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ৮। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ
	৯.৩	সামাজিক ও পল্লী বনায়ন কর্মসূচির ব্যাপক বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকার বৃক্ষ ও বনজ সম্পদ বৃদ্ধির বিষয়টিকে অগ্রাধিকার প্রদান	১। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২। বন অধিদপ্তর ৩। স্থানীয় সরকার বিভাগ ৪। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ
	৯.৪	ভূমির বহুবিধ ব্যবহার, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশ উন্নয়নে সহায়ক হিসাবে কৃষি-বন (Agro-Forestry) পদ্ধতিকে উৎসাহিতকরণ	১। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২। কৃষি মন্ত্রণালয় ৩। বন অধিদপ্তর ৪। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইন্সটিটিউট
	৯.৫	জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য বন্যপ্রাণির আবাস ও খাদ্য সুবিধার নিমিত্তে বনজ গাছের পাশাপাশি ফলদ গাছ রোপণ নিশ্চিতকরণ	১। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২। বন অধিদপ্তর
	৯.৬	দেশে বনজসম্পদ ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিকল্প কাঁচামালের উৎস সন্ধানসহ প্রয়োজনীয় কাঁচামাল উৎপাদনের বিষয়ে নিজস্ব প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ উদ্যোগ গ্রহণ	১। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২। বাংলাদেশ বন শিল্প সংস্থা ৩। বন গবেষণা ইনস্টিটিউট ৪। বি সি এস আই আর
	৯.৭	বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করিতে হইবে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে গবেষণা জোরদার এবং এতদ্‌সংক্রান্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ে সহায়তা প্রদান	১। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২। বন অধিদপ্তর ৩। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ
	৯.৮	বন্য পশুপাখি শিকার এবং বন্যপ্রাণী ও চামড়া রপ্তানির উপর বর্তমান নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখিয়া বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল সংরক্ষণ তথা অভয়ারণ্য সৃষ্টিকে উৎসাহ প্রদান	১। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২। বন অধিদপ্তর
	৯.৯	দেশের বন্যপ্রাণী, উদ্ভিদ প্রজাতি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে গবেষণা জোরদার করিতে হইবে এবং এতদ্‌সংক্রান্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিনিময়ে জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক উন্নয়নকরণ	১। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২। তথ্য মন্ত্রণালয় ৩। পরিবেশ অধিদপ্তর ৪। বন অধিদপ্তর ৫। বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম
	৯.১০	কাঠের বিকল্প নির্মাণ সামগ্রী, জ্বালানী ইত্যাদির ব্যবহার বা কাঠ আমদানী উৎসাহিত করা	১। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ২। তথ্য মন্ত্রণালয় ৩। বন অধিদপ্তর ৪। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইন্সটিটিউট ৫। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ৬। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

ক্রমিক সংখ্যা	খাত	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	৯.১১	বন-উজাড়, বন-সম্প্রসারণ ও বনায়নের পরিস্থিতি নিরূপণের জন্য নিয়মিত সমীক্ষা ও গবেষণা পরিচালন	১। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২। বন অধিদপ্তর ৩। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইন্সটিটিউট ৪। স্পারসো
	৯.১২	বনের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং বনজ সম্পদের মান উন্নয়ন ও সংরক্ষণে জনগণকে সম্পৃক্তকরণ	১। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২। বন অধিদপ্তর ৩। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইন্সটিটিউট ৪। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ
	৯.১৩	বন্যপ্রাণী, জলাভূমি, পশুপাখি সংরক্ষণ কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার প্রদান করতঃ বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতিসমূহের সংরক্ষণের বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ	১। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২। বন অধিদপ্তর ৩। বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম
	৯.১৪	বনজ সম্পদ রক্ষায় বনভূমিসমূহে কোর জোন (Core Zone) ও বাফার জোন (Buffer Zone) নির্ধারণ করিয়া কোর জোন এলাকায় সকল ধরনের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া শুধুমাত্র বাফার জোন এলাকায় সীমিত আকারে সম্পদ আহরণ ও ট্যুরিজম সীমাবদ্ধকরণ	১। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২। বন অধিদপ্তর ৩। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ
১০।	**জীববৈচিত্র্য ও প্রতিবেশ ব্যবস্থা সংরক্ষণ এবং জীব নিরাপত্তা**		
	১০.১	জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত গবেষণা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় গবেষণা ও তথ্যকেন্দ্র স্থাপনসহ দেশের বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত সর্বশেষ পরিস্থিতি নিরূপণের জন্য সমীক্ষা পরিচালনাকরন	১। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২। বন অধিদপ্তর ৩। পরিবেশ অধিদপ্তর ৪। বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম ৫। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইন্সটিটিউট
	১০.২	পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক যে কোন প্রজাতির প্রাণী-উদ্ভিদ আমদানী নিষিদ্ধ ও অনুপ্রবেশ রোধকরণ	১। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২। কৃষি মন্ত্রণালয় ৩। খাদ্য মন্ত্রণালয় ৪। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৫। বন অধিদপ্তর ৬। পরিবেশ অধিদপ্তর ৭। বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম ৮। মুখ্য আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর
	১০.৩	কৌলিকগতভাবে পরিবর্তিত (GMO/LMO) উদ্ভিদ/প্রাণীর জাত, বিদেশী প্রজাতির উদ্ভিদ/প্রাণীর আমদানী, চাষ, সংরক্ষণ, বিতরণ ও বাজারজাতকরণ সকল পর্যায়ে বাংলাদেশ জীব নিরাপত্তা বিধিমালা ২০১২ কঠোরভাবে অনুসরণ। তবে আগ্রাসী প্রজাতির উদ্ভিদ/প্রাণী আমদানী, চাষ, সংরক্ষণ, বিতরণ ও বাজারজাত	১। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২। কৃষি মন্ত্রণালয় ৩। খাদ্য মন্ত্রণালয় ৪। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

ক্রমিক সংখ্যা	খাত	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
		নিষিদ্ধকরণ	৫। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৬। পরিকল্পনা কমিশন ৭। পরিবেশ অধিদপ্তর ৮। বন অধিদপ্তর ৯। বিএডিসি ১০। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ১১। পরমাণু শক্তি কমিশন ১২। বিনা ১৩। ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অভ বায়োটেকনোলজি ১৪। বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম
	১০.৪	প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা (ইসিএ) এবং সংরক্ষিত এলাকা (পিএ)-সমূহে সরকারি তদারকী ও আইন প্রয়োগের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ এবং বিশেষ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ	১। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ অধিদপ্তর ৩। বন অধিদপ্তর
	১০.৫	জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা গ্রহণ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে প্রাণী ও উদ্ভিদকূলের আবাসস্থলের গুণগতমান বজায় রাখিতে পারিপার্শ্বিক ভূমি ও পানি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন	১। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ অধিদপ্তর ৩। বন অধিদপ্তর ৪। বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম
১১।	**পাহাড়ী প্রতিবেশ ব্যবস্থা**		
	১১.১	পাহাড় ও টিলা প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট এবং পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখিয়া থাকে বিধায় এইগুলির অবক্ষয় রোধ এবং সংরক্ষণ নিশ্চিত করা; এইক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা এবং যথাযথভাবে প্রয়োগ	১। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২। ভূমি মন্ত্রণালয় ৩। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ৪। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ৫। যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ৬। কৃষি মন্ত্রণালয় ৭। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ৮। পার্বত্য বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৯। পরিবেশ অধিদপ্তর ১০। বন অধিদপ্তর ১১। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ
	১১.২	পাহাড়ী এলাকায় ভূমিধ্বস ও ভূমিক্ষয় রোধে বনায়ন, পাহাড় সংরক্ষণ, টেকসই কৃষির প্রবর্তন, পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা	১। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২। কৃষি মন্ত্রণালয় ৩। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ৪। ভূমি মন্ত্রণালয় ৫। স্থানীয় সরকার, পল্লী

ক্রমিক সংখ্যা	খাত	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
			উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ৬। পার্বত্য বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৭। বন অধিদপ্তর ৮। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ
	১১.৩	ম্যপিং, জোনিংসহ পাহাড়ী এলাকার বিস্তারিত তথ্যভাণ্ডার গড়িয়া তোলা; পাহাড় সংরক্ষণ এবং পাহাড়ী এলাকার ব্যবহার সংক্রান্ত দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	১। ভূমি মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ৩। পার্বত্য বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৪। পরিকল্পনা কমিশন ৫। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ৬। বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন সংস্থা (স্পারসো) ৭। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ
১২	**মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ**		
	১২.১	হাওর, বাওড়, বিল প্রভৃতি জলাভূমি সংস্কার করতঃ এইগুলিকে মৎস্য চাষের জন্য জাতীয় সংরক্ষিত এলাকা হিসাবে ঘোষণা করা; এই জলাভূমির আয়তন সংকুচিত না করা	১। মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ২। বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড ৩। মৎস্য অধিদপ্তর ৪। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ৫। ভূমি মন্ত্রণালয়
	১২.২	দেশের সকল দিঘি ও পুকুরে মৎস্য চাষ উৎসাহিত করা এবং দেশের পুকুর, খাল, বিল, দিঘি ইত্যাদি জলাভূমিকে প্রত্যেক বৎসর সেচিয়া মৎস্য সম্পদ সমূলে ধ্বংস করিবার উপর বিধি নিষেধ আরোপ করা; সমুদ্রের পোনা, চিংড়ি ও অন্যান্য মৎস্য সম্পদের ব্যাপারে অনুরূপ পরিবেশ সম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ	১। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ২। সকল জেলা ও উপজেলা প্রশাসন ৩। মৎস্য অধিদপ্তর
	১২.৩	চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধি ও চিংড়ি সম্পদ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ গ্রহণ; সাধু পানির চিংড়িচাষকে লোনাপানির চিংড়িচাষের উপর প্রাধান্য দিতে হইবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সমন্বিত চাষ (Integrated farming) পদ্ধতির প্রচলনকরণ	১। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ৩। মৎস্য অধিদপ্তর ৪। বন অদিধপ্তর ৫। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
	১২.৪	মৎস্য ও প্রানিসম্পদের বালাইদমন ও মহামারী প্রতিরোধকল্পে প্রয়োজনীয় গবেষণা ও কার্যক্রম জোরদারকরণ; এবং এই ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ	১। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ২। মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট ৩। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ৪। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইন্সটিটিউট
	১২.৫	যত্রতত্র পশু জবাই রোধ করিবার জন্য স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায়	১। স্থানীয় সরকার বিভাগ

ক্রমিক সংখ্যা	খাত	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
		আধুনিক কসাইখানা স্থাপন; গবাদি পশু ও পাখীর মৃতদেহ মাটির নীচে পুঁতিয়া ফেলা ও কসাইখানাসমূহের বর্জ্য পরিবেশ সম্মতভাবে অপসারণ	২। পরিবেশ অধিদপ্তর ৩। সকল সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা ৪। তথ্য মন্ত্রণালয়
	১২.৬	গ্রামাঞ্চলে বর্তমান গো-চারণ ভূমি রক্ষা এবং প্রতি গ্রামে ন্যূনতম পরিমাণ এলাকা চারণভূমি হিসাবে সৃষ্টি ও সংরক্ষণ	১। ভূমি মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ৩। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৪। সকল জেলা ও উপজেলা প্রশাসন
	১২.৭	হাওর, বাওড়, বিল, দিঘি ইত্যাদি জলাভূমির অবস্থা সম্পর্কে নিয়মিত মনিটরিং ও গবেষণা করা	১। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ২। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ৩। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ৪। স্পারসো ৫। সার্ভে অভ বাংলাদেশ ৬। বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়নবোর্ড
	১২.৮	প্রাণিসম্পদের আবাসস্থল সংরক্ষণ, খাদ্য নিরাপত্তা বিধান, চিকিৎসা সম্প্রসারণ এবং মানুষ ও প্রাণির মধ্যে দ্বন্ধ পরিহারকরণ	১। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ৩। গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ৪। পরিকল্পনা কমিশন ৫। সড়ক ও জনপদ বিভাগ ৬। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ৭। মৎস্য অধিদপ্তর
	১২.৯	দেশীয় প্রাণির তালিকা (Inventory) প্রস্তুত এবং উন্নতজাত উদ্ভাবনের নিমিত্তে কৌলিক সম্পদ (Genetic Resources) সংরক্ষণ; গৃহপালিত প্রাণি প্রতিপালনে উন্নত প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও ব্যবহার	১। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ২। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ৩। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইন্সটিটিউট
১৩।	**উপকূলীয় ও সামুদ্রিক প্রতিবেশ ব্যবস্থা**		
	১৩.১	উপকূলীয় ও সামুদ্রিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সমন্বয় ও পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে একটি বিশেষ সেল গঠন	১। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ অধিদপ্তর ৩। বন অধিদপ্তর ৪। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইন্সটিটিউট ৫।মেরিন ইন্সটিটিউট
		সমন্বিত উপকূলীয় এলাকা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, প্যরাবন পুনবাসন ও সংরক্ষণ এবং সমুদ্র উপকূল জুড়িয়া সবুজ বেষ্টনী গড়িয়া তোলা	১। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২। ভূমি মন্ত্রণালয় ৩। পরিবেশ অধিদপ্তর

ক্রমিক সংখ্যা	খাত	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
			৪। বন অধিদপ্তর
	১৩.২	উপকূলীয় এলাকায় নূতন জাগিয়া উঠা ভূমি সংরক্ষণ ও স্থিতিশীল করিবার লক্ষ্যে বনায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বন অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা	১। ভূমি মন্ত্রণালয় ২। বন অধিদপ্তর
	১৩.৩	দেশের সমুদ্রসীমার (Terriorial Water) দূষণ রোধকল্পে বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী কর্তৃক সার্বক্ষণিক দৃষ্টি রাখা এবং সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক এই কার্যক্রম পরিবীক্ষণ	১। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ২। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ৩। বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী ৪। সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর ৫। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড
	১৩.৪	সামুদ্রিক জলভাগে কোন নৌ-দুর্ঘটনার কারণে দূষণ রোধকল্পে স্থানীয় ও জাতীয় জরুরি কর্মসূচি (Local and National Contingency) ও অর্থায়নের ব্যবস্থা রাখা এবং আঞ্চলিক ভিত্তিতে কার্যক্রম সমন্বয় করা	১। নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় ২। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ৩। বাংলাদেশ নৌ বাহিনী ৪। সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর ৫। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড
	১৩.৫	চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরে জাহাজের জমাকৃত আবর্জনা স্থানান্তর এবং জাহাজ হইতে বর্জ্য তৈল ও তৈল জাতীয় সামগ্রী পরিবেশ সম্মতভাবে অপসারণের জন্য জরুরিভিত্তিতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ; সকল সমুদ্র বন্দরে বর্জ্যপদার্থ গ্রহণ এবং বর্জ্য পরিশোধন অবকাঠামো নির্মানকরণ	১। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ অধিদপ্তর ৩। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ৪। চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
	১৩.৬	সমুদ্রে বর্জ্য পদার্থ নিক্ষেপের পূর্বে উহার বৈশিষ্ট্য ও উপাদান নিরূপণ এবং পরিবেশে উহার বিরূপ প্রতিক্রিয়া নির্ধারণ এবং অনুমতি প্রদানের জন্য নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ে একটি বিশেষ সেল গঠন	১। নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ অধিদপ্তর ৩। সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর ৪। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড
	১৩.৭	উপকূলীয় অঞ্চলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় এবং সকল প্রকার সম্পদের নিরাপত্তা ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনার কাজে সহায়তার উদ্দেশ্যে জরুরিভিত্তিতে একটি সমন্বিত 'কোস্ট গার্ড' ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা	১। নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় ২। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ৩। সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর ৪। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড
	১৩.৮	দেশের সমুদ্র সীমার দূষণ রোধ, উপকূলীয় ও সামুদ্রিক পরিবেশ সংরক্ষণ, উপকূলীয় এলাকায় নূতন জাগিয়া উঠা ভূমির পর্যবেক্ষণ, সংরক্ষণ এবং উপকূলীয় এলাকার সকল প্রকার সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ	১। নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় ২। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ৩। বন অধিদপ্তর ৪। স্পারসো ৫। সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর ৬। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড
	১৩.৯	সকল উন্নয়ন পরিকল্পনায় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিজনিত প্রভাব মোকাবেলা ও প্রশমনের বিষয় অন্তর্ভূক্তকরণ; উপকূলীয় এলাকায় অপরিকল্পিত অবকাঠামো নির্মাণ, পর্যটন ও অতিমাত্রায় জনসমাগম নিষিদ্ধকরণ	১। নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় ২। ভূমি মন্ত্রণালয় ৩। বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ৪। পরিবেশ অধিদপ্তর ৫। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন

ক্রমিক সংখ্যা	খাত	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
			৬। সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর
১৪	**শিল্প**		
	১৪.১	দূষণকারী চিহ্নিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে যথাশীঘ্র সম্ভব পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ; শিল্প ক্ষেত্রে জ্বালানী সাশ্রয়ী লাগসই প্রযুক্তি প্রচলন এবং Clean Development Mechanism (CDM) পদ্ধতির প্রয়োগ	১। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২। শিল্প মন্ত্রণালয় ৩। বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় ৪। পাট মন্ত্রণালয় ৫। বস্ত্র মন্ত্রণালয় ৬। বাংলাদেশ বন শিল্প সংস্থা ৭। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা ৮। বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প সংস্থা ৯। বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন ১০। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন ১১। বিনিয়োগ বোর্ড ১২। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ১৩। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ১৪। বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল সংস্থা ১৫। বস্ত্র অধিদপ্তর ১৬। স্থানীয় সরকার বিভাগ ১৭। পরিকল্পনা কমিশন ১৮। অর্থ বিভাগ ১৯। বাংলাদেশ ব্যাংক
	১৪.২	চলমান সকল দূষণকারী শিল্পে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্তকরণ	১। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২। শিল্প মন্ত্রণালয় ৩। পাট মন্ত্রণালয় ৪। বস্ত্র মন্ত্রণালয় ৫। পরিকল্পনা কমিশন ৬। পরিবেশ অধিদপ্তর
	১৪.৩	সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতে সকল নূতন শিল্পের ক্ষেত্রে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ) এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্তকরণ	১। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ৩। শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ৪। পরিবেশ অধিদপ্তর ৫। বিনিয়োগ বোর্ড ৬। বস্ত্র মন্ত্রণালয়

ক্রমিক সংখ্যা	খাত	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
			৭। বস্ত্র পরিদপ্তর
	১৪.৪	পরিকল্পিতভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের লক্ষ্যে ল্যান্ডজোনিং এর ভিত্তিতে বিষয়ভিত্তিক শিল্প এলাকা গড়িয়া তোলা; আবাসিক এলাকায় শিল্প কারখানা স্থাপন নিষিদ্ধ করা এবং আবাসিক এলাকায় বিদ্যমান শিল্প কারখানাসমূহকে নির্ধারিত শিল্প এলাকায় স্থানান্তর করা	১। শিল্প মন্ত্রণালয় ২। ভূমি মন্ত্রণালয় ৩। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ৪। গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ৫। শহর উন্নয়ন সংস্থা সমূহ ৬। জেলা প্রশাসকগণ ৭। পৌর প্রতিষ্ঠানসমূহ ৮। উপজেলা প্রশাসনসমূহ ৯। বস্ত্র মন্ত্রণালয় ১০। বস্ত্র পরিদপ্তর ১১। পরিকল্পনা কমিশন
	১৪.৫	পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক এবং জৈব-ক্ষয়িষ্ণু নয় এইরূপ পণ্য উৎপাদনকারী নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমোদন পর্যায়ক্রমে নিষিদ্ধকরণ	১। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৩। শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ৪। বিনিয়োগ বোর্ড
	১৪.৬	যে কোন প্রকার ক্ষতিকারক ও বিষাক্ত বর্জ্যকে কাঁচামাল হিসাবে আমদানী বা ব্যবহার করিয়া কোন প্রকার শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ নিষিদ্ধকরণ	১। শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ২। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৩। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ৪। বস্ত্র মন্ত্রণালয় ৫। বিনিয়োগ বোর্ড ৬। মুখ্য আমদানী রপ্তানী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর ৭। বস্ত্র পরিদপ্তর
	১৪.৭	শিল্প ক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষতিকারক ভারী ধাতু যথা মারকারি, ক্রোমিয়াম, লেড ইত্যাদি ব্যবহার নিরুৎসাহিত করিবার মাধ্যমে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিষিদ্ধ করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ	১। শিল্প মন্ত্রণালয় ২। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৩। বিনিয়োগ বোর্ড ৪। পরিবেশ অধিদপ্তর
	১৪.৮	দূষণকারী শিল্প কারখানায় দূষণ পরিবীক্ষণ করিবার নিজ নিজ ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্তকরণ	১। শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ২। বস্ত্র মন্ত্রণালয় ৩। বিনিয়োগ বোর্ড ৪। রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ ৫। পরিবেশ অধিদপ্তর ৬। বস্ত্র পরিদপ্তর
	১৪.৯	শিল্পে ''ওয়েস্ট পারমিট/কনসেন্ট অর্ডার'' পদ্ধতি চালুকরণ যাহাতে বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণ ব্যবস্থার উন্নতি হয়।	১। শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ২। বস্ত্র মন্ত্রণালয় ৩। বিনিয়োগ বোর্ড

ক্রমিক সংখ্যা	খাত	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
			৪। পরিবেশ অধিদপ্তর ৫। বস্ত্র পরিদপ্তর
	১৪.১০	শিল্পক্ষেত্রে বিভিন্ন পদার্থের স্বল্প ব্যবহার, পুনর্ব্যবহার ও পুনর্চক্রায়ন (3R) পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে বর্জ্য হ্রাস এবং শূন্য নির্গমন ত্বরান্বিতকরণ	১। শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ২। বস্ত্র মন্ত্রণালয় ৩। বিনিয়োগ বোর্ড ৪। পরিবেশ অধিদপ্তর ৫। বস্ত্র পরিদপ্তর
	১৪.১১	শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের স্বাস্থ্য রক্ষার বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ	১। বস্ত্র মন্ত্রণালয় ২। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ৩। প্রধান কারখানা পরিদর্শকের দপ্তর ৪। শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ৫। পরিবেশ অধিদপ্তর ৬। নিপসম ৭। বস্ত্র অধিদপ্তর
১৫।	**জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ**		
	১৫.১	জ্বালানী ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জ্বালানী ও পরিবেশ সংরক্ষণের অন্যতম উদ্দেশ্যে উন্নতমানের চুলা প্রবর্তন এবং সম্প্রসারণের জন্য ব্যাপক ভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়ন	১। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ৩। বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় ৪। বি সি এস আই আর ৫। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ৬। পরিবেশ অধিদপ্তর ৭। বন অধিদপ্তর
	১৫.২	গ্রামাঞ্চলে কয়লা, কেরোসিন, পেট্রোল প্রভৃতি জ্বালানীর ব্যবহার সম্প্রসারণ যাহাতে জ্বালানী কাঠ, কৃষি বর্জ্য, গোবর ইত্যাদি জ্বালানী সাশ্রয়পূর্বক কৃষিক্ষেত্রে জৈব সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়	১। বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় ২। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৩। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ৪। বন অধিদপ্তর ৫। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
	১৫.৩	গ্রামাঞ্চলে বায়ো-গ্যাস, সৌরশক্তি, মিনি হাইড্রোইলেকট্রিক ইউনিট ও স্রোত শক্তি এবং বায়ুকল স্থাপনের মাধ্যমে গ্রামীণ জ্বালানী সরবরাহ বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ	১। বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় ২। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ৩। বি সি এস আই আর ৪। পরিবেশ অধিদপ্তর
	১৫.৪	ডিজেলে সালফারের পরিমাণ এবং পেট্রোলে সীসার পরিমাণ হ্রাস করাসহ বিভিন্ন প্রকার জ্বালানীতে দূষণ সৃষ্টিকারী উপাদান হ্রাসের	১। বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

ক্রমিক সংখ্যা	খাত	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
		ব্যবস্থা গ্রহণ	২। বি ও জি এম সি ৩। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন
	১৫.৫	জ্বালানী সাশ্রয়ী উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন, ব্যহার ও উহার সম্প্রসারণ; প্রচলিত জ্বালানীর বিকল্প উৎস আবিষ্কারের জন্য গবেষণা জোরদারকরণ	১। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ২। বি সি এস আই আর ৩। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ৪। পেট্রোবাংলা ৫। বাপেক্স
	১৫.৬	যে কোন প্রকার প্রাথমিক ও বাণিজ্যিক জ্বালানীর ব্যবহার ও রূপান্তর যাহাতে পরিবেশের ভারসাম্যের উপর কোনরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে তৎপ্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা	১। বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
	১৫.৭	দেশের জ্বালানী শক্তির নিরাপত্তা বিধানকল্পে জ্বালানী সম্পদের নিরাপদ মজুদ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ; জ্বালানীর উৎস বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ যেমনঃ তৈল, গ্যাস, কয়লা, পিট ইত্যাদি আহরণ ও বিতরণ যাহাতে বায়ু, পানি, ভূমি, হাইড্রোলজিক্যাল ব্যালেন্স এবং ইকোসিস্টেমের উপর কোনরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে সেই উদ্দেশ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ	১। বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ৩। পেট্রোবাংলা
	১৫.৮	আণবিক শক্তি ব্যবহারের ফলে পরিবেশগত বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে যথাযথ সতর্কতা গ্রহণ এবং তেজস্ক্রিয় বিকিরণরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ	১। বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় ২। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ৩। এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন ৪। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন ৫। পরিকল্পনা কমিশন ৬। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
	১৫.৯	যানবাহনের কালো ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন। সেই সাথে সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান যথাযথভাবে প্রয়োগের জন্য নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালন	১। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ২। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ৩। যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ৪। বি আর টি এ ৫। পরিবেশ অধিদপ্তর ৬। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
১৬।	**যোগাযোগ ও পরিবহন**		
	১৬.১	দেশের স্থলপথ ব্যবস্থা যাহাতে সার্বিকভাবে পরিবেশসম্মত হয় এবং সড়ক ও রেলপথ ব্যবস্থা যাহাতে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না করে সেই উদ্দেশ্যে সতর্কতা অবলম্বন	১। যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ২। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর ৩। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ৪। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ৫। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
	১৬.২	রেল ও সড়কপথে চলাকলকারী জনগণ ও যানবাহন যাহাতে	১। সড়ক বিভাগ

ক্রমিক সংখ্যা	খাত	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
		গণস্বাস্থ্যের প্রতি ক্ষতিকারক বর্জ্য আবর্জনা নিক্ষেপ এবং মলমূত্র ত্যাগ করিয়া পরিবেশ দূষণ না করে সেইজন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ; আভ্যন্তরীন নদীবন্দর ও স্থলবন্দরসহ রেল জংশন এবং টার্মিনালে বর্জ্য গ্রহণ ও বর্জ্য পরিশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ	২। বি আর টি এ ৩। রেল মন্ত্রণালয় ৪। স্থানীয় সরকার বিভাগ ৫। সকল সিটি কর্পোরেশন ও সকল পৌরসভা
	১৬.৩	সড়ক, রেল ও জল পথে চলাচলকারী সকল যানবাহন হইতে নির্গত ধোঁয়া ও শব্দ নির্দিষ্ট মাত্রায় নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে এবং সকল যানবাহনের প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ; সকল যানবাহন তৈরির দেশীয় কারখানাগুলিকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান এবং নির্দেশ প্রতিপালন বিষয়ে উপযুক্ত পরিদর্শন ব্যবস্থা রাখা	১। সড়ক বিভাগ ২। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ৩। শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ৫। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ৫। পুলিশ প্রশাসন ৬। বি আর টি এ
	১৬.৪	অভ্যন্তরীণ নৌপথে চলাচলকারী নৌযান যাহাতে পানি দূষণ করিতে না পারে সেই দিকে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও সতর্কতা অবলম্বন করা	১। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ২। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন সংস্থা ৩। সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর
	১৬.৫	অভ্যন্তরীণ নৌ বন্দর ও ডকইয়ার্ডে পানির দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা	১। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
	১৬.৬	বিমান বন্দর নির্মাণের ফলে যাহাতে সার্বিক কোনরূপ পরিবেশগত সমস্যার সৃষ্টি না হয় তৎপ্রতি সতর্কতা অবলম্বন	১। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ২। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ ৩। পরিবেশ অধিদপ্তর
	১৬.৭	উড়োজাহাজ চলাচলের ফলে বায়ু ও শব্দ দূষণের প্রকোপ হ্রাসে সর্বপ্রকার সতর্কতা অবলম্বন	১। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ২। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ ৩। বাংলাদেশ বিমান
	১৬.৮	রেলপথসহ যে সকল গণপরিবহন ও চলাচল ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত কম দূষণ সৃষ্টি করে সেইগুলির ব্যবহার উৎসাহিত করা	১। রেলপথ মন্ত্রণালয় ২। সড়ক বিভাগ ৩। বাংলাদেশ রেলওয়ে
	১৬.৯	রাস্তা ও রেলপথের দুইপাশে বনায়ন/সবুজায়ন	১। যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ২। রেল মন্ত্রণালয় ৩। বন অধিদপ্তর ৪। স্থানীয় সরকার বিভাগ ৫। সকল সিটি কর্পোরেশন ও পৌর কর্তৃপক্ষ
	১৬.১০	মহানগরীর সকল ফুটপাত দখলমুক্ত করে পথচারীর নিরাপদ চলাচল নিশ্চিতকরণ ও বিশেষ লেন নির্মাণ করিয়া সাইকেল চালনা উৎসাহিতকরণ	১। স্থানীয় সরকার বিভাগ ২। সকল সিটি কর্পোরেশন ও পৌর কর্তৃপক্ষ
	১৬.১১	যানবাহন কর্তৃক বায়ুদূষণ রোধকল্পে EURO-5 (for light vehicle) এবং EURO-V (for heavy vehicle) standard vehicle/engine আমদানী ও ব্যবহার নিশ্চিত করা	১। সড়ক বিভাগ ২। পরিকল্পনা কমিশন

ক্রমিক সংখ্যা	খাত	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১৭।	**প্রতিবেশবান্ধব পর্যটন**		
	১৭.১	পর্যটননীতি প্রণয়ন, বিদ্যমান নীতি পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সকল ক্ষেত্রে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ	১। বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ২। পরিকল্পনা কমিশন ৩। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ৪। ভূমি মন্ত্রণালয় ৫। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ৬। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ৭। পরিবেশ অধিদপ্তর
	১৭.২	প্রতিবেশবান্ধব পর্যটন গড়িয়া তুলিবার ক্ষেত্রে পর্যটন এলাকায় শিল্পায়ন নিষিদ্ধ করা এবং পর্যটনের কারণে সৃষ্ট সকল বর্জ্যের উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা	১। বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ২। শিল্প মন্ত্রণালয় ৩। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ৪। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন
	১৭.৩	জনপ্রিয় পর্যটন এলাকার পরিবেশগত ও প্রতিবেশগত ভারসাম্য সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হইলে পর্যটন নিষিদ্ধ অথবা সীমিত করা	১। বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ৩। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ৪। পরিবেশ অধিদপ্তর
	১৭.৪	জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ এবং প্রতিবেশগতভাবে সংবেদনশীল এলাকায় পর্যটন না গড়া	১। বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ৩। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন
১৮।	**জনসংখ্যা**		
	১৮.১	দেশের বর্তমান জনসংখ্যা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহার এবং ২০২১ সন পর্যন্ত জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি দেশের সম্পদ ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া এবং পরিবেশের উপর কি সুনির্দিষ্ট প্রভাব সৃষ্টি করিবে সে সম্পর্কে একটি সমীক্ষা প্রণয়ন। সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যসমূহের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ	১। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ৩। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ৪। পরিকল্পনা কমিশন
	১৮.২	দেশের জনশক্তির সমন্বিত, সুপরিকল্পিত ও পরিবেশসম্মত ব্যবহার নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে একটি জনশক্তি পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন	১। শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয় ২। জনশক্তি রপ্তানি ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো ৩। পরিকল্পনা কমিশন
	১৮.৩	বিভিন্ন সেক্টরে পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে মহিলাদের ভূমিকার উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করিয়া তাহাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা	১। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ৩। মহিলা অধিদপ্তর ৪। শিশু একাডেমী/অধিদপ্তর

ক্রমিক সংখ্যা	খাত	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
			৫। পরিকল্পনা কমিশন
	১৮.৪	জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে দেশের অন্যতম সমস্যা চিহ্নিত করিয়া এর নিয়ন্ত্রণ এবং যথাসম্ভব দ্রুত এই সংখ্যা স্থিতিশীল করিবার প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ ও তাহা বাস্তবায়ন	১। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ২। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৩। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর ৪। পরিকল্পনা কমিশন
	১৮.৫	দেশের দরিদ্র অংশ যেহেতু পরিবেশ অবক্ষয়ের প্রধান ও ত্বরিৎ শিকার হয়, তাই স্বাস্থ্যরক্ষা ও পরিবেশ অবনয়নজনিত সমস্যা হইতে তাহাদের রক্ষা করিবার বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ	১। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ৩। পরিকল্পনা কমিশন
১৯।	**জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা**		
	১৯.১	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষম গৃহায়ন-যোগাযোগ-জ্বালানী-শিক্ষা-স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা এবং কৃষি-খাদ্য-পানীয়-শিল্প উৎপাদন, আহরণ, পরিচালনা, ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা	১। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ৩। কৃষি মন্ত্রণালয় ৪। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৭। গৃহায়ণ ও গুণপূর্ত মন্ত্রণালয় ৮। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৯। সড়ক বিভাগ ১০। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ১১। শিল্প মন্ত্রণালয় ১২। রেল মন্ত্রণালয় ১৩। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ১৪। ডাক ও টেলি যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
	১৯.২	জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলার জন্য গৃহীত বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল এবং কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ	১। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ৩। কৃষি মন্ত্রণালয় ৪। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৫। পরিকল্পনা কমিশন ৬। অর্থ মন্ত্রণালয় ৭। পরিবেশ অধিদপ্তর ৮। স্পার্সো ৯। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ১০। ক্লাইমেট চেইঞ্জ ট্রাস্ট
	১৯.৩	জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুত জনগণের (climate	১। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

ক্রমিক সংখ্যা	খাত	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
		displaced /climate migrants) পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ	২। খাদ্য মন্ত্রণালয় ৩। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ৩। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ৪। ভূমি মন্ত্রণালয় ৫। কৃষি মন্ত্রণালয় ৬। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ৭। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ৮। সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৯। পরিকল্পনা কমিশন
	১৯.৪	জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় মানুষসহ সকল জীবের অভিযোজন সক্ষমতা, অভিযোজনের ধরন অনুধাবন এবং অভিযোজনে সহায়ক প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করা	১। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ২। সংশ্লিষ্ট সকল অধিদপ্তর/পরিদপ্তর ৩। সংশ্লিষ্ট সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠান
	১৯.৫	কৃষি ও শিল্প খাতসহ সকল কার্যক্রমে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী/গ্রীন হাউস গ্যাসের নির্গমণ যথাসম্ভব নিম্ন পর্যায়ে রাখা এবং উৎপাদন উপকরণ সংগ্রহের জন্য প্রতিবেশের উপর চাপ কমাইতে 3R পদ্ধতি অনুসরণ	১। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২। কৃষি মন্ত্রণালয় ৩। শিল্প মন্ত্রণালয় ৪। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ৫। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৬। পরিবেশ অধিদপ্তর ৭। মৎস্য অধিদপ্তর ৮। বিসিক ৯। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
	১৯.৬	জলবায়ু পরিবর্তন রোধে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সকলে একযোগে কাজ করা	১। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
২০।	**দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা**		
	২০.১	সকল প্রকার প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য দুর্যোগ এবং তা মোকাবেলার কর্মপদ্ধতি অন্তর্ভুক্তকরণ	১। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ৩। কৃষি মন্ত্রণালয় ৪। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৫। পরিকল্পনা কমিশন ৬। অর্থ মন্ত্রণালয় ৭। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৮। পরিবেশ অধিদপ্তর
	২০.২	প্রত্যেক শিল্প কারখানা ও প্রকল্পের পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও আপদকালীন পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্তকরণ	১। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ

ক্রমিক সংখ্যা	খাত	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
			মন্ত্রণালয় ৩। কৃষি মন্ত্রণালয় ৪। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৫। পরিকল্পনা কমিশন ৬। অর্থ মন্ত্রণালয় ৭। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৮। পরিবেশ অধিদপ্তর
	২০.৩	বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে সম্ভাব্য দুর্যোগ এবং তার ক্ষতির দিক সমূহ চিহ্নিতকরত তার মোকাবেলায় সম্ভাব্য কর্মপন্থা নির্ধারণ; ঝুঁকি মোকাবেলায় সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিসহ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	১। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ৩। কৃষি মন্ত্রণালয় ৪। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৫। পরিকল্পনা কমিশন ৬। অর্থ মন্ত্রণালয় ৭। পরিবেশ অধিদপ্তর ৮। ক্লাইমেট চেইঞ্জ ইউনিট
	২০.৪	জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারনে দুর্যোগ প্রবন এলাকাসমূহ চিহ্নিকরণ এবং দ্রুত দুর্যোগের তথ্য বিনিময় নেটওয়ার্ক স্থাপন; দুর্যোগ এড়ানো বা ক্ষতি নিম্নতম পর্যায়ে রাখিতে যথাসময়ে দুর্যোগের পূর্বাভাস প্রচার	১। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ৩। কৃষি মন্ত্রণালয় ৪। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৫। পরিকল্পনা কমিশন ৬। অর্থ মন্ত্রণালয় ৭। তথ্য মন্ত্রণালয় ৮। পরিবেশ অধিদপ্তর ৯। বন অধিদপ্তর ১০। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর
	২০.৫	বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে সৃষ্ট সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রকল্প গ্রহণ এবং তাহা বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক সহায়তা প্রাপ্তির উদ্যোগ গ্রহণ	১। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ৩। কৃষি মন্ত্রণালয় ৪। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৫। পরিকল্পনা কমিশন ৬। অর্থ মন্ত্রণালয় ৭। পরিবেশ অধিদপ্তর ৮। ক্লাইমেট চেইঞ্জ ইউনিট
	২০.৬	দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার করিবার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাকে সাময়িকভাবে সংরক্ষিত এলাকা	১। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ

ক্রমিক সংখ্যা	খাত	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
		হিসাবে চিহ্নিত করিয়া পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ	মন্ত্রণালয় ৩। অর্থ মন্ত্রণালয় ৪। পরিবেশ অধিদপ্তর
	২০.৭	দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ এসংক্রান্ত বুকলেট ও প্রচারপত্র সকলের মাঝে বিতরণ	১। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ৩। কৃষি মন্ত্রণালয় ৪। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৫। পরিকল্পনা কমিশন ৬। অর্থ মন্ত্রণালয় ৭। পরিবেশ অধিদপ্তর ৮। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
২১।	**বিজ্ঞান, গবেষণা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি**		
	২১.১	পরিবেশসম্মত ও টেকসই প্রযুক্তিকে লক্ষ্য রাখিয়া পরিবেশ দূষণ তদারক ও নিয়ন্ত্রণ জোরদার করিবার পদক্ষেপ সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান	১। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ২। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ ৩। পরিবেশ অধিদপ্তর
	২১.২	বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং সম্পদের পরিবেশসম্মত ব্যবহার নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম ও উপযুক্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবনমূলক কার্যক্রম জোরদার ও উৎসাহিত করা	১। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ ২। বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান
	২১.৩	১৯৮৬ সালের জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতিতে গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য জাতীয়ভাবে অগ্রাধিকার হিসাবে চিহ্নিত সকল ক্ষেত্রে পরিবেশগত বিবেচনা একটি অপরিহার্য অংশ হিসাবে সংযোজন	১। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ২। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ
	২১.৪	দেশের সকল গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান তাহাদের গবেষণা ক্ষেত্রসমূহে পরিবেশগত দিক বিশেষভাবে বিবেচনা করা এবং তদনুযায়ী সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ	১। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ২। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট সকল গবেষণা ও উন্নয় প্রতিষ্ঠানসমূহ
	২১.৫	উন্নতদেশসমূহ হইতে প্রযুক্তি হস্তান্তর (Technology Transfer) জোরদার করিয়া "Low Carbon Growth Path" সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা	১। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ অধিদপ্তর ৩। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ৪। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
২২।	**অন্যান্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ**		
	২২.১	শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম যেমন-নির্ধারিত মানমাত্রার অধিক শব্দ সৃষ্টিকারী হাইড্রলিক হর্নসহ সকল প্রকার হর্ন, জেনারেটর, প্রচার (মাইক)/বাদ্য যন্ত্র, অবকাঠামো নির্মাণ যন্ত্রপাতি ইত্যাদি আমদানী, উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করা; হাসপাতাল, উপাসনালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শব্দ দূষণের প্রতি সংবেদনশীল এলাকা/প্রতিষ্ঠানকে নীরব এলাকা ঘোষণা	১। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২। শিল্প মন্ত্রণালয় ৩। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ৪। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ৫। বিজ্ঞান, যোগাযোগ ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ৬। তথ্য মন্ত্রণালয় ৭। শিক্ষা মন্ত্রণালয়

ক্রমিক সংখ্যা	খাত	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
			৮। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৯। নির্বাচন কমিশন ১০। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ১১। পরিবেশ অধিদপ্তর ১২। সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা
	২২.২	ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য অনুকম্পন, তেজস্ক্রিয় বিকিরণ, আলোক দূষণের নির্দিষ্ট মানমাত্রা নির্ধারণপূর্বক পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালায় অন্তর্ভুক্তকরণ	১। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ অধিদপ্তর ৩। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন ৪। বিএসটিআই
	২২.৩	গৃহ অভ্যন্তরীণ দূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে মানমাত্রা নির্ধারণ এবং গাইড লাইন প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন	১। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ অধিদপ্তর ৩। তথ্য মন্ত্রণালয়
	২২.৪	অনুকম্পনজনিত দূষণ, তেজস্ক্রিয় বিকিরণজনিত দূষণ ও আলোক দূষণ রোধকরণ	১। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২। শিল্প মন্ত্রণালয় ৩। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ৪। তথ্য মন্ত্রণালয় ৫। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৬। পরিবেশ অধিদপ্তর ৭। সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা
	২২.৫	Waste heat recover এবং সকল প্রকার তাপীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ	১। শিল্প মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ৩। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
২৩।	**অর্থনৈতিক উন্নয়ন**		
	২৩.১	দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে যথাসম্ভব সবুজায়ন করা	১। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রাণালয় ও প্রতিষ্ঠান সমূহ
	২৩.২	যেই সকল সেক্টরে কার্বন উৎপাদন কম সেই সকল সেক্টরে জনসংখ্যার ব্যবহার বৃদ্ধি করা	১। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রাণালয় ও প্রতিষ্ঠান সমূহ
	২৩.৩	অধিক মাত্রায় সবুজ কাজ (Green Job) সৃষ্টি করা	১। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রাণালয় ও প্রতিষ্ঠান সমূহ
	২৩.৪	গৃহস্থালি, কৃষিজকাজ ও শিল্পসহ সকল ক্ষেত্রে জ্বালানী সাশ্রয়ী এবং কম কার্বন উৎপাদক প্রযুক্তি উদ্ভাবন, আমদানী ও ব্যবহার করা	১। বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় ২। কৃষি মন্ত্রণালয় ৩। পরিবেশ ও বন মন্ত্রনালয় ৪। শিল্প মন্ত্রণালয় ৫। পরিবেশ অধিদপ্তর ৬। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ৭। স্থানীয় সরকার বিভাগ

ক্রমিক সংখ্যা	খাত	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
			৮। পরিকল্পনা কমিশন ৯। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রাণালয় ও প্রতিষ্ঠান সমূহ
	২৩.৫	আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাকরণ	১। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রাণালয় ও প্রতিষ্ঠান সমূহ
	২৩.৬	বর্জ্য থেকে শক্তি উৎপাদন (Waste to Energy) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জৈবসার উৎপাদন কার্যক্রম গ্রহণ	১। কৃষি মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ ও বন মন্ত্রনালয় ৩। শিল্প মন্ত্রণালয় ৪। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ৫। পরিবেশ অধিদপ্তর ৬। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ৭। স্থানীয় সরকার বিভাগ
	২৩.৭	অর্থনৈতিক উন্নয়ন এমনভাবে করিতে হইবে যাহাতে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতি নিম্নতম পর্যায়ে থাকে এবং প্রকৃত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন হয়	১। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রাণালয় ও প্রতিষ্ঠান সমূহ
	২৩.৮	অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণায় পরিবেশ ও প্রতিবেশের অর্থনৈতিক মূল্যমান (Economic Valuation) বিবেচনাকরণ	১। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রাণালয় ও প্রতিষ্ঠান সমূহ
২৪।	**আইনগত কাঠামো**		
	২১.১	পরিবেশ সম্পর্কিত বর্তমান আইনসমূহ একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটির মাধ্যমে এই জাতীয় পরিবেশ নীতির আলোকে পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ	১। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৩। অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়
	২২.২	এই আন্তমন্ত্রণালয় কমিটি কর্তৃক পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে নূতন প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করিয়া সুনির্দিষ্ট সুপারিশ পেশ	১। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
	২২.৩	এখন হইতে নূতন যে কোন আইন প্রণয়নের সময় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক ঐ আইন পরিবেশসম্মত হওয়া নিশ্চিতকরণ	১। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়
২৫।	**প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো**		
	২৫.১	উল্লিখিত সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে নিজ নিজ আওতাধীন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিবেশসম্মতভাবে বাস্তবায়নের জন্য যথাবিহীত ব্যবস্থা গ্রহণ	১। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়
	২৫.২	পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যাদি বাস্তবায়নে বেসরকারি সেক্টর ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ উৎসাহিত ও নিশ্চিত করা	১। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো
	২৫.৩	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিবেশ সংক্রান্ত বাস্তবায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিষয় সমন্বয়করণ	১। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
	২৫.৪	সরকার প্রধানের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় পরিবেশ কমিটি কর্তৃক জাতীয় পরিবেশ নীতি, পরিবেশ সংক্রান্ত সকল বিধি-বিধান বাস্তবায়নের দিক-নির্দেশনা প্রদান; এই কমিটির সভা বৎসরে অন্ততঃ একবার অনষ্ঠান	১। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ২। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ৩। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ৪। পরিবেশ অধিদপ্তর
	২৫.৫	সকল শিল্প ইউনিট ও দেশের সকল উন্নয়ন প্রকল্পের পরিবেশগত	১। পরিবেশ ও বন মন্ত্রনালয়

ক্রমিক সংখ্যা	খাত	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
		প্রভাব নিরূপণের করিবার লক্ষ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের কারিগরি সামর্থ্য ও লোকবল বৃদ্ধি করা; পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পরিবেশ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান; প্রকল্প সারপত্র ও প্রকল্প দলিলে পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা	২। পরিকল্পনা কমিশন ৩। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ৪। পরিবেশ অধিদপ্তর
	২৫.৬	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর অন্তর দেশে পরিবেশ অবস্থার উপর একটি অবস্থানপত্র (Status Paper) প্রণয়ন, প্রকাশ ও বিতরণ	১। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
	২৫.৭	ভবিষ্যতে যথাসময়ে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজন অনুসারে পরিবেশ নীতি পরিবর্তন ও পুনঃপ্রণয়নের জন্য যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পরিবেশ সংক্রান্ত বাস্তবায়ন কার্যক্রমের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন	১। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

সংলগ্নী ১

List of Environment Related International Conventions, Protocols, Treaties, etc Signed/Ratified or Accessed by Bangladesh:

No	Environment Related International Conventions, Protocols and Treaties	Signed	Ratified/Accessed (AC)/Accepted(AT) /Adaptation (AD)	Being Ratified
01.	International Plant Protection Convention (Rome, 1951.)		01.09.78	
02.	International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil (London, 1954 (as amended on 11 April 1962 and 21 October 1969.)		28.12.81 (entry into fore)	
03.	Plant Protection Agreement for the South East Asia and Pacific Region (As amended) Rome, 1956.)		04.12.4 (AC) (entry into fore)	
04.	Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, in Outer Space and under Water (Moscow, 1963.)	13.03.85		
05.	Treaty on Principles governing the Activities of States in the Exploration and use of outer Space Including the Moon and Other Celestial Bodies (London, Moscow, Washington, 1967.)		14.01.86 (AC)	

06.	International Convention Relating to International on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties (Brussels, 1969.)		04.02.82 (entry into force)	
07.	Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat (Ramsar,1971) ("Ramsar Convention")		20.04.92 (ratified)	
08.	Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxic Weapons, and on Their Destruction (London, Moscow, Washington, 1972.)		13.03.85	
09.	Convention Concerning the Protection of the World Cultural and natural Heritage (Paris, 1972.)		03.08.83 (Accepted) 03.11.83 (ratified)	
	Nagoya protocol on access to genetic resources and the fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization to the convention on the Biological Diversity	06.9.2011		
10.	Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Washington, 1973.) (" CITES Convention")	20.11.81	18.02.82	
11.	United Nations Convention on the Law of the Sea (Montego Bay, 182.)		10.12.82	
12.	Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer (Vienna, 1985.)		02.08.90 (AC) 31.10.90 (entry into force)	
13.	Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer (Montreal 1987.)		02.08.90 31.10.90 (AC) (entry into force)	
13 a.	London Amendment to the Montreal Protocol on substances that Deplete the Ozone Layer (London, 1990)		18.03.94 (AC) 16.06.94 (entry into force)	
13 b.	Copenhagen Amendment to the Montreal protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, Copenhagen, 1992		27.11.2000 (AT) 26.02.2001 (Entry into force)	

13 c.	Montreal Amendment of the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, Montreal, 1997		27.07.2001 (Accepted) 26.10.2001 (Entry into force)	
14.	Convention on Early Notification of a Nuclear Accident (Vienna, 1986.) 07.01.88 (ratified)		07.02.88 (entry into force)	
15.	Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident of Radiological Emergency (Vienna, 1986.)		07.01.88 (ratified) 07.02.88 (entry into force)	
16.	Agreement on the Network of Aquaculture Centres in Asia and the Pacific (Bangkok, 1988.)		15.05.90 (ratified)	
17.	Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal (Basel, 1989.)		01.04.93.(AC)	
18.	International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Cooperation (London, 1990.)	30.11.90		In the process of ratificati on
19.	United nations Framework Convention on Climate Change, (New York, 1992.)	09.06.92	15.04.94	
20.	Convention on Biological Diversity, (Rio De Janeiro, 1992.)	05.06.92	03.05.94	
21.	International Convention to Combat Desertification, (Paris 1994.)	14.10.94	26.01.1996 (Ratification) 26.12.1996 (entry into force)	
22.	Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques, (Geneva, 1976.)		03.10.79 (AC) (entry into force)	
23.	Agreement Relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 (New York, 1994.)	28.07.96		
24.	Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and	04.12.95		

	Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (New York, 1995.)			
25.	Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction (Paris, 1993.)	14.01.93		
26.	United Nations Convention to Combat Desertification in those Countries Experiencing Serious Drought and /or Desertification, Particularly in Africa (Paris, 1994.)	14.10.94	26.01.96	
27.	Convention on Nuclear Safety (Vienna, 1994.)	21.09.95	21.09.95 (AT)	
28.	Cartagena protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity	21.5.2000		In the process of ratification
29.	Convention on persistent Organic Pollutants, Stockholm	23.5.2001		In the Process of ratification
30.	Kyoto protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change		21.08.2001 (AC) 11.12.1997 (AD)	

Note: AC: Accession/Accessed; AD: Adaptation/Adapted; AT: Accepted

সংলগ্নী ২

বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা, কর্মকৌশলঃ

1. National Action Programme (NAP) 2005
2. Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP) 2009
3. National Adaptation plan of Action (NAPA) 2009

সংলগ্নী ৩

প্রণীত বা সংশোধীত আইন ও বিধিমালাঃ

১. বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০)
২. পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭
৩. শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৪
৪. ওজনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৪
৫. চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াকরণ) বিধিমালা, ২০০৮
6. National 3R strategy for waste Management, 2010
৭. কঠিন বর্জ্য, জাহাজ ভাঙ্গার বর্জ্য, বিপদজনক বর্জ্যের পরিবেশ ও স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিপদজনক বর্জ্য ও জাহাজ ভাঙ্গার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১
৮. বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২